ধন-সম্পদ ও পদমর্যাদা

এর প্রতি লোভের মন্দ পরিণতি

আল-হাফিজ ইবনে রজব আল হাম্বলি (রহিঃ)

(৭৯৫ হিঃ)

ইসলামী বই অনুবাদ টীম

islamiboi.wordpress.com

সূচীপত্র

প্রকাশকের কথা........২

সম্পাদকের কথা........৩

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী........৪

ধন-সম্পদ ও পদমর্যাদার প্রতি লোভের মন্দ পরিণতি........৫

ধন-সম্পদের প্রতি লোভ........৭

ধন-সম্পদের প্রতি লোভের প্রথম প্রকার........৭

ধন-সম্পদের প্রতি লোভের দ্বিতীয় প্রকার........১০

পদমর্যাদার লোভ........১২

পদ মর্যাদার প্রতি লোভের প্রথম প্রকার........১২

নেতৃত্বের প্রতি লোভের দ্বিতীয় প্রকার........২০

দুনিয়া ও আখিরাত........৩০

নির্ঘন্ট........৩৭

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার, যিনি সর্বশক্তিমান। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর পরিবার ও সঙ্গীদের উপর এবং তাদের উপর, যারা কিয়ামত পর্যন্ত তাঁকে অনুসরণ করবে।

পার্থিব উপকরণের লোভ অধিকাংশ মানুষের অন্ত:করণকে কলুষিত করছে।মানুষের ধনী হবার প্রতিযোগিতা, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার উদগ্র বাসনা - এসবই পূর্ববর্তী জাতির জন্য ছিল এক মহা পরীক্ষা-স্বরূপ। ধন-সম্পদ এবং পদমর্যাদার প্রতি সীমাহীন লোভের মন্দ ফলগুলো কিভাবে আমাদের দ্বীনকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, এই মূল্যবান গ্রন্থটি আশা করি তা বুঝতে সহায়তা করবে। আমরা আরও আশা করি, এই বইটি আমাদের পাঠক পাঠিকাদের আল্লাহর কাছে তওবাহ করার প্রতিযোগিতায় শামিল হবার এবং পরকালের উত্তম প্রতিদানের প্রতি আকৃষ্ট হবার তাওফীক দান করবে। আমীন।

এটি শারহ্ হাদীস: মা যিবান যাই'আন (হাদীসের ব্যাখ্যা: দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে....) এর বাংলা অনুবাদ। বইটি লিখেছেন ইমাম আল হাফিয ইবনে রজব আল হাম্বলী (র:) (মৃত্যু: ৭৯৫ হিজরী)।

আমরা আল্লাহ্র কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের কর্ম-প্রচেষ্টা কবুল করেন এবং একে সেদিন নাযাতের উসিলা বানিয়ে দেন, যেদিন শুধুমাত্র বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ ব্যতীত ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি কোন কিছুই কাজে আসবে না।

সম্পাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিনের জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি। তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাই। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের মন্দ কর্ম থেকে আশ্রয় চাই। আল্লাহ্ যাকে পথ প্রদর্শন করেন কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন কেউ তাকে পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোন সত্তা নেই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

এটি হাফিয ইবন রজব আল-হাম্বলীর (র:) একটি মূল্যবান গ্রন্থ যাতে তিনি একটি হাদীসের ব্যাখ্যা করেছেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

حديث : « مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَـــى الْمَالِ وَالشَّرَف لِدِينِه »

"দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে একপাল ভেড়ার জন্য ততটা ক্ষতিকর নয়, যতটা ধন-সম্পদ এবং পদমর্যাদার প্রতি আকর্ষণ তার দ্বীনের জন্য ক্ষতিকর।"

এই বইয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে ধন-সম্পদের প্রতি সীমাহীন লোভ কিভাবে মানুষকে হারাম কর্মকান্ডের দিকে ধাবিত করে। অনুরূপভাবে পদমর্যাদার লোভ কিভাবে মানুষকে ভাল কাজ করা থেকে ফিরিয়ে রাখে, আখিরাতের সম্মান থেকে দূরে রাখে। মানুষকে অনর্থক গর্ববোধ এবং তার অধীনস্থদের প্রতি অবজ্ঞার ভাব সৃষ্টিতে প্ররোচিত করে।

এই বইটির আলোচ্য বিষয়বস্তু আমাদের বর্তমান সমাজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োপযোগী। বইটিতে লেখক সেই সকল লোকদের আরোগ্য পদ্ধতি তুলে ধরেছেন যাদের অন্তর ধন-সম্পদের প্রতি ভালবাসায় কলুষিত হয়ে গেছে, যারা কোন ধরণের হালাল-হারামের প্রতি তোয়াক্কা না করেই তাদের সমস্ত শক্তি ধন-সম্পদ উপার্জনের জন্য ব্যয় করে। তাই মুসলমানদের উচিত এই সব ন্যাক্কারজনক কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকা এবং তাদেরকৃতকর্মের জন্য আল্লাহর কাছে তওবাহ করা।

এই বইটি প্রথমে আরবী ভাষায় মুদ্রিত হয়েছিল। বইটির প্রকাশকের নাম মুহাম্মদ মুনির আদ- দিমাশকী (প্রকাশকাল ১৩৪৬ হিজরী)। আমি নতুন করে বইট প্রকাশ করলাম শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায়, যাতে পাঠকগণ আরও বেশী উপকৃত হন।

আমি লেখক কর্তৃক উল্লিখিত হাদীসের সাথে পাদটীকা সংযুক্ত করেছি এবং প্রতিটি হাদীসের মান নির্ধারণ করেছি। তাই যা কিছু সঠিক সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে; আর সমস্ত ভুলপ্রাপ্তি আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের সমস্ত ভাল কর্মগুলোকে কবুল করেন। নিশ্চয়ই তিনি সমস্ত কিছুর উপর কর্তৃত্বশীল।

বদর আব্দুল্লাহ্ আল বদর কুয়েত
রবিউস সানি ১৪০১ হি.

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী [১]

তিনি ছিলেন একজন ইমাম৷ একজন হাফিয৷ বিশিষ্ট আলেম, জয়নুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে আহমাদ ইবনে আব্দুর রহমান রজব আস সালামী নামে পরিচিত৷ তারপর আদ দিমাশকী (দামেস্ক থেকে)৷ তবে তিনি ইবনে রজব নামে অধিক পরিচিত৷ তিনি ৭৩৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন৷

তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন মুহাম্মদ ইবনে খাবাজ, ইবরাহীম ইবনে দাউদ আল আত্তার, মুহাম্মদ ইবনে কালানিসী সহ আরও অনেক৷তাঁর সম্পর্কে আলেমদের উক্তিঃ

১.ইবনে ফাহাদ বলেছেনঃ "একজন ইমাম, একজন হাফিয, উম্মতের দলিল ও একজন ফকীহ, যার প্রতি নির্ভর করা যায়৷ একজন আলেম যিনি দুনিয়াকে এড়িয়ে চলতেন৷ একজন ইবাদতকারী ব্যক্তিত্ব । হাদীসের আলেমদের জন্য পথনির্দেশক এবং উম্মতের জন্য একজন সতর্ককারী ছিলেন৷"

২.আস সুয়ুতী বলেনঃ "জয়নুদ্দীন আব্দুর রহমান ছিলেন একাধারে ইমাম ও হাফিয৷ হাদীসের একজন আলেম এবং সতর্ককারী৷

৩.ইবনে ফাহাদ আরও বলেন, "তিনি একজন মুত্তাকী ব্যক্তি ছিলেন৷ তিনি একজন ইমাম যিনি দুনিয়াকে এড়িয়ে চলতেন৷ মানুষের হৃদয় তাঁর প্রতি দুর্বল ছিল এবং বিভিন্ন দলে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল৷ বিভিন্ন বৈঠকে তিনি মানুষের অন্তরকে জাগিয়ে তুলতেন৷

৪.ইবনুল ইমাদ আল হাম্বলী বলেন, "আল হাফিয জয়নুদ্দীন, জামালউদ্দীন, আব্দুল ফারাজ, আব্দুর রহমান ছিলেন একজন শায়খ, ইমাম ও আলেম৷ যিনি দুনিয়াকে এড়িয়ে চলতেন ....৷"

তাঁর রচিত বইসমূহঃ

১.আল ইস্তিখরাজ ফি আহকামিল খারাজ (প্রকাশিত)৷

২.আল কাওয়ায়িদুল ফিকহিয়্যাহ (প্রকাশিত)৷

৩.তাবাকাতুল হানাবিলাহ (প্রকাশিত)৷

৪.ফাদল 'ইলমিস সালাফ 'আলা 'ইলমিল খালাফ (প্রকাশিত)৷

৫.লাতা'য়িফুল মা'আরিফ ফিমা লিমাওয়াসিমিল'আম মিনাল ওযা'য়িফ (প্রকাশিত)৷

৬.আল ফারক বাইনাল নাসীহাহ্ ওয়াত তা'য়ীর (প্রকাশিত)৷

৭.শরহে জামি আত্-তিরমিযী (পাণ্ডুলিপিটি আমাদের কাছে পৌঁছেনি শুধু আল ইলাল ব্যাখ্যা গ্রন্থটি এসেছে)৷

৮.শারহুল হাদীস মা দিবান যাই'আন (বর্তমান বইটি)৷

-আমিন৷

---

[১] যাচাইকারীর শরহুল ইল্লাতিত-তিরমিযী বইএর লেখক পরিচিতি অংশ থেকে নেয়া হয়েছে – সংক্ষিপ্ত এবং সম্পাদিত৷

ধন-সম্পদ ও পদমর্যাদার প্রতি লোভের মন্দ পরিণতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যিনি সমস্ত কিছুর প্রতিপালক। আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি ও কল্যাণ বর্ষিত হোক প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর পরিবার এবং সঙ্গীদের উপর এবং যারা তাদের অনুসরণ করে তাদের উপর।

ইমাম আহমাদ, আন নাসায়ী, আত-তিরমিযী এবং ইবনে হিব্বান তাঁদের সহীহগুলোতে কাব বিন মালিক আল-আনসারী থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

حديث :« مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لدينه »

"ছাগলের পালে দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘ ছেড়ে দিলে তা যতটুকু না ক্ষতি সাধন করে, কারো সম্পদ ও প্রতিপত্তির লোভ এর চাইতেও তার দ্বীনের ওপর বেশি ক্ষতিসাধন করে।" তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।[২]

এই হাদীসটি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে আরও বর্ণনা করেন ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস, আবু হুরাইরাহ, উসামাহ বিন যায়েদ, জাবির, আবু সাঈদ আল খুদরী এবং আসিম ইবনে আদী আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন।[৩] সবগুলো বর্ণনা সম্পর্কে শরহুত তিরমিযীতে আলোচনা করা হয়েছে।

জাবির (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি নিম্নে বর্ণনা করা হল-

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ما ذئبان جائعان ضاريان في غنم قد غاب عنها رعاؤها بأفسد فيها من التماس الشرف والمال لدين المؤمن »

"রাখালের অনুপস্থিতিতে ছাগলের পালে দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ের সারারাত উপস্থিতিও ততখানি ক্ষতি করতে পারেনা না, যতখানি ক্ষতি ঈমানদারের দ্বীনের হয়ে থাকে তার সম্পদ ও প্রতিপত্তির লোভের কারণে।"

ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীসে সম্পদের প্রতি লোভের বদলে সম্পদের প্রতি ভালবাসা এসেছে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের জন্য এই বিষয়ে খুবই উত্তম উপমা পেশ করেছেন যে, কিভাবে ধন-সম্পদ এবং প্রতিপত্তির প্রতি লোভের কারণে কোন মুসলিমের দ্বীন ধ্বংস হয়ে যায় এবং এই ধ্বংসযজ্ঞ ছাগলের পালে দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ের সারারাত অবস্থানের চেয়ে কোন অংশে কম নয় - যেমনটা রাখালের অনুপস্থিতির সুযোগে নেকড়েগুলো ছাগলগুলোক পেটেপুরে খাবার জন্য নির্বিশেষে হত্যাযজ্ঞ চালায়।

---

[২] হাদীসটি আহমাদ (৩/৪৫৬,৪৬০), আন নাসায়ী আল কুবরাত ও আল মিজির তুহফাতুল আশরাফে (৮/৩১৬), আত তিরমিযী (২৩১৭), ইবনে হিব্বান (২৪৭২), নুয়াইম ইবনে হাম্মাদ কর্তৃক আয যুহদ-এ (১৮১), আদ দারিমী (২/৩০৪), আত তায়ালিসি (২২০১), আল বাগায়ী শরহুস সুন্নাহতে (১৪/২৫৮) বর্ণনা করছেনে, আত-তিরমিযী এর বর্ণনাকে সহীহ বলেছেন।

[৩] অধিকাংশ বর্ণনাগুলো আল হাইসামী মাজমাউজ যাওয়ায়েদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং হাদীসগুলোর মান নির্ধারণ করেছেন।

স্বভাবতই খুব কম সংখ্যক ছাগলই এই ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে পারবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের জানিয়েছেন ধন-সম্পদ এবং প্রতিপত্তির প্রতি লোভ দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ের সারারাত ছাগলের পালে অবস্থানের চেয়েও বেশী ক্ষতিকর। ক্ষতিটা হয়তো সমান বা বেশী হতে পারে। তাই ধন-সম্পদ এবং প্রতিপত্তির প্রতি লোভ করে মুসলিমের দ্বীনের প্রতি টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব, যেমন অসম্ভব ক্ষুধার্ত নেকড়ে থেকে ছাগলগুলোর উদ্ধার পাওয়া। তাই এই উপমাটি ধন-সম্পদ এবং পদমর্যাদার লোভের প্রতি কঠিন সতর্কবাণী।

ধন-সম্পদের প্রতি লোভ

ধন-সম্পদের প্রতি লোভের প্রথম প্রকার

ধন-সম্পদের প্রতি যখন কোন একজন ব্যক্তির তীব্র ভালবাসা থাকে তখন সে এগুলো অর্জনের জন্য হালাল উপায়ে কঠোর পরিশ্রম করে, চেষ্টা সাধনা করে। এমন কষ্টসহিষ্ণু পথ অবলম্বন করে যাতে ক্লান্তি এসে যায়। এটি ধন-সম্পদের প্রতি লোভের প্রথম প্রকার।

বর্ণিত আছে এই হাদীসটি একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণনা করা হয়েছে। ঘটনাটি তাবারানী আসিম বিন আদী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন একদা আমি খায়বার থেকে আমার অংশের একশ ভাগ নিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে উপস্থিত হলে তিনি এই হাদীসটি বর্ণনা করেন, ***"একজন মুসলমানের জাগতিক সম্পদ ও প্রতিষ্ঠার প্রতি লোভ তার দ্বীনের জন্য মালিক হারা ভেড়ার পালে দুইটা ক্ষুধার্ত নেকড়ের আক্রমণ করার চেয়েও বেশে ক্ষতিকর।"***(8)

মানুষ ধন-সম্পদের পিছনে পশ্চাদধাবন করে জীবনের মূল্যবান সময়গুলোকে নষ্ট করে ফেলে। এর চেয়ে যদি সে এই সময়গুলোকে জান্নাতে তার পদমর্যাদা এবং অসংখ্য নিয়ামত অর্জনের জন্য ব্যয় করত, তাহলে তা কতই না উত্তম হতো! হায়, মানুষ এসব কিছুই হারিয়ে ফেলে সম্পদের মোহে পড়ে। কিন্তু সে বুঝতে পারে না তার জন্য আল্লাহ তায়ালা যতটুকু বরাদ্দ রেখেছেন এর চেয়ে সে সামান্য পরিমাণ বেশী পাবে না। সে ততটুকুই পাবে যতটুকু তার জন্য হুকুম করা হয়েছে। এর চেয়ে সে বেশি যাই উপার্জন করুক না কেন, এগুলো তার জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনবে না; বরং এগুলো তাকে পরিত্যাগ করতে হবে এবং অন্য কেউ এর দ্বারা উপকৃত হবে।

সে যেসব ধন-সম্পদ তার পশ্চাতে রেখে চলে আসবে তার জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে; যদিও অন্য কেউ এর থেকে উপকৃত হচ্ছে। বাস্তবে সে এসব এমন কারো জন্য জমা করে যে, তা তার কোন কাজে আসবে না। বরং জমাকারীকে এমন একজনের কাছে উপস্থিত হতে হবে, যিনি এসব কখনও ক্ষমা করবেন না। তাই ধন-সম্পদের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তির মন্দ দিক বোঝার জন্য এই কথাগুলোই যথেষ্ট।"

যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের লোভে তার মূল্যবান সময় নষ্ট করলো সে যেন এমন কিছুতে নিজেকে ব্যস্ত রাখল যা তার জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনল না। সে এসবের জন্য নিজেকে কতই না বিপদের মুখে নিক্ষেপ করেছে, যা শুধু অপরের কল্যাণ বয়ে আনবে। তাই কথায় আছেঃ"যে ব্যক্তি দিনের পর দিন ধরে ধন-সম্পদ জমা করে দরিদ্রতার ভয়ে, সে শুধু দরিদ্রতাই অর্জন করে।"

একজন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে বলা হয়েছিল, "অমুক লোক প্রচুর সম্পদ অর্জন করেছে।" তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তার কি এই পরিমাণ সময় আছে যে সে এগুলো ব্যয় করবে?" তখন জবাবে বলা হয়েছিল "না।" তাই শুনে সেই বিচক্ষণ ব্যক্তিটি বললেন, "তাহলে সে কিছুই অর্জন করেনি।"

---

(8) আল-হাইসামী তার মাজমাউজ-জাওয়াঈদ (১০/২৫০)এ এটি বর্ণনা করেছেন, এবং আত-তাবারানীর আল-আওসাতের বরাতে তিনি বলেছেন, এর ইসনাদ হাসান।

আহলে কিতাবদের কিছু বর্ণনার এমন বলা হয়েছে যে, "রিযিক তোমার জন্য বরাদ্দ হয়ে গেছে, তাই সম্পদ আকাঙ্ক্ষী লোভী সবসময় বঞ্চিতই হয়। হে আদম সন্তান! যদি তুমি দুনিয়ার জন্য তোমার জীবন অপচয় করে ফেল, তাহলে আখিরাত অন্বেষণের সময়টা পাবে কোথায়? যদি তুমি এই পৃথিবীতে ভাল কাজ করতে অক্ষম হও, তাহলে পুনরুত্থান দিবসে তোমার কি হবে?"

ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, "পরিপূর্ণ বিশ্বাস হল এই যে, তুমি আল্লাহকে ক্রোধান্বিত করে মানুষকে খুশি করবে না, এবং আল্লাহ অন্যকে যে সংস্থান প্রদান করেছেন তার জন্য তার প্রতি প্রতিহিংসা পোষণ করবে না। আর আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তার জন্য কাউকে দোষারোপ করবে না, কারণ মানুষের চাওয়ায় বা প্রার্থনায় রিযিক আসে না, তেমন তার না চাওয়ায় বা অপছন্দের কারণে তা চলেও যায় না। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর ন্যায়পরায়ণতার দ্বারা সুখ ও সমৃদ্ধিকে দৃঢ় বিশ্বাস ও সন্তুষ্ট চিত্তের উপর নির্ভরশীল করে দিয়েছেন, আর তিনি সন্দেহ ও অসন্তুষ্টি হতে দুঃখ-দুর্দশার প্রস্রবণ উৎসারিত করেছেন।"

একজন সালাফ বলেন, "তাকদীর যেহেতু বাস্তবতা, তাই লোভ করা নিষ্ফল। প্রতারণা করা মানুষের স্বভাব, তাই সকলকে বিশ্বাস করা মানে নিজেকেই অপমানিত করা। যেহেতু মৃত্যু মানুষের জন্য অপেক্ষমান, তাই দুনিয়া নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা বোকামি ছাড়া কিছুই নয়।"

আব্দুল ওয়াহিদ ইবনু যায়িদ[৫] (রঃ) আল্লাহর নামে শপথ করে বলতেন, সম্পদের প্রতি লোভ লালসা ভয়ংকরতম শত্রুর চেয়েও ভয়ংকর। তিনি আরও বলতেন, "আমার ভাইয়েরা! কারো ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পেলে অথবা অনেক ধনী হয়ে গেলে তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ো না। বরং তার দিকে তাকাও বিরক্তির দৃষ্টিতে যে আজকের মহামূল্যবান দিনগুলোর বিনিময়ে পরকালকে ধ্বংস করে দিচ্ছে এবং সে তা নিয়েই সন্তুষ্ট।" তিনি আরও বলতেন, "লোভ-লালসা দুই ধরণের: যে লোভ ফিতনা স্বরূপ এবং অপরটি হল কল্যাণকর লোভ। কল্যাণকর লোভ হল আল্লাহর প্রতি অনুগত থাকার লোভ এবং অকল্যাণকর লোভ হল মানুষ দুনিয়ার প্রতি লালায়িত থাকা।"

দুনিয়ার প্রতি আসক্তি নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক। কারণ সে এর প্রতি মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সম্পদের পাহাড় গড়ার নেশায় বিভোর হয়ে আনন্দ-উল্লাস করার সময় আর সে পায় না। দুনিয়ার আসক্তির কারণে পরকালের জন্য তার কোন সময় নেই। ক্ষয়িষ্ণু এই জীবনের কামাই এর পিছনে সে এতই ব্যস্ত হয় পড়ে যে অন্তহীন পরকালের জীবনের কথা সে বেমালুম ভুলে যায়।

এই ব্যাপারে জনৈক ব্যক্তির কথা প্রণিধানযোগ্যঃ

"ঐ ভাইকে হিংসা করো না যে ধন-সম্পদে মত্ত,
বরং তার দিকে তাকাও বিতৃষ্ণা ভরে।
নিশ্চয়ই যে ধন-সম্পদের প্রতি আসক্ত থাকে
সুখ তাকে ছেড়ে যায় ধন-সম্পদের কারণেই।"

অপর একজন বলেন,

"হে জমাকারী ও কৃপণ, একজন তোমাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন
হে জমাকারী, তুমি কার জন্য জমা করছো?
উত্তরাধিকারীরা তোমার কাছ থেকে সম্পদ ছিনিয়ে নিবে

---

[৫] বসরাহ এর তাবেঈনদের উত্তরাধিকারী, মৃত্যুঃ ১৫০ হিজরী।

শুধু তাই থেকে যাবে যা তুমি খরচ করেছিলে।”

একজন আলেম দুনিয়ার প্রতি আসক্ত এক ভাইকে লিখেছিল, “পর কথা হল এই, তুমি দুনিয়ার প্রতি আসক্ত। এসব কিছু ততক্ষণ পর্যন্ত কাজে লাগবে যতক্ষণ না তোমার উপর বিপদ, দুঃখ, দুর্দশা, যাতনা এসে পতিত হয়। তুমি কি তাকে দেখনি যে তার লোভকে সংবরণ করে। যে দুনিয়াকে পাশ কাটিয়ে চলে। মৃত্যুবরণ করে নিঃস্ব হয়ে এবং অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকে।”

কোন একজন আলেম বলতেন, “মানুষের মাঝে যে সবচেয়ে বেশী অস্থির সে সবচেয়ে বেশী হিংসুটে। যারা অল্পতেই পরিতুষ্ট হয় তারা সবচেয়ে বেশী সুখী। যে শুধু কষ্ট করে জমায় সে লোভী। যারা সাদাসিধে জীবন যাপনে অভ্যস্ত তারা দুনিয়াকে সবচেয়ে বেশী অপছন্দ করে। আর দুর্ভোগ ঐ জ্ঞানবান ব্যক্তির যে অর্জিত জ্ঞানের বিপরীত কাজ করে।”

ধন-সম্পদের প্রতি লোভের দ্বিতীয় প্রকার

ধন-সম্পদের প্রতি ভালবাসার দ্বিতীয় প্রকার হল ঐ ব্যক্তির উদাহরণ যে ভালো-মন্দ, হালাল-হারামের প্রতি তোয়াক্কা না করেই সম্পদ আহরণ করে। মানুষের অধিকার হরণ করে এই ধরনের উপার্জন অবশ্যই নিন্দনীয় অপরাধ।

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٩)

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ"**তারা (আনসাররা) তাদেরকে (মুহাজির) নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় অভাবগ্রস্ত হলেও; যারা কার্পণ্য হতে নিজেদের মুক্ত রাখে তারাই সফলকাম"** (সূরা আল হাশর: ৯)

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) সূত্র বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভাষণ দিলেন এবং বললেন,

اتَّقُوا الشُّحَّ[2] فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم فبخلوا وأمرهم بالفجور ففجروا »[3] .

"তোমরা কৃপণতার ব্যাপারে সাবধান হও। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীরা কৃপণতার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। অর্থলোভ তাদেরকে কৃপণতার নির্দেশ দিয়েছে। ফলে তারা কৃপণতা করেছে। তাদেরকে আত্মীয়তা ছিন্ন করার নির্দেশ দিয়েছে। তখন তারা তাই করেছে এবং তাদেরকে পাপাচার প্ররোচিত করেছে। তখন তারা তাতে লিপ্ত হয়েছে।"[৬]

সহীহ মুসলিমে জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ***"তোমরা কৃপণতার ব্যাপারে সাবধান হও কেননা এর কারণে তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়েছে। আর এ কৃপণতাই তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে লোকদের হত্যা করতে এবং এজন্যই তারা হারামকে হালাল করেছে।"***[৭]

---

[৬]আবু দাউদ ২য় খণ্ড, ১৬৯৮। ইমাম হাকিম একে সহীহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। ইমাম আহমাদ থেকেও অনুরূপ অর্থে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। শায়খ আলবানী সুনান আবু দাউদের তাহক্বীকে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৭]হাদীসটি সহীহ মুসলিমে ৬২৪৮ নং হাদীসে এসেছে। ইমাম নববী এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, "কাজী ইয়াজ বলেন: এখানে পূর্ববর্তী লোকদের ধ্বংস বলতে যাদের রক্ত ঝরানো হয়েছে তাদের কথা বলা হয়েছে। হতে পারে এই ধ্বংস তাদের আখিরাত ধ্বংসের কথা বুঝানো হয়েছে অথবা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টি বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন লোভ কৃপণতার চেয়েও ক্ষতিকর। কেউ কেউ বলেন অর্থ-লোলুপতা এবং কৃপণতার সমন্বয়ই হল লোভ। অনেকে বলেন কৃপণতা একটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয় আর লোভ কথাটি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। আরেক দল বলেন, "কৃপণতা নির্দিষ্ট কর্মকাণ্ডের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং লোভ কথাটি ভাল ও মন্দ উভয় কাজে ব্যবহৃত হয়।" অন্যরা বলেন, "মানুষ যা এখনও অর্জন করেনি তার প্রতি লোভ করে আর তার কাছে যা আছে তা নিয়ে সে কৃপণতা করে।"

আলেমগণ বলেন, “লোভ-লালসা মানুষকে এমন পথে পরিচালিত করে যা তার জন্য হালাল নয়। সে মানুষের অধিকার কুক্ষিগত করে। বাস্তবতা হল এই যে, সে আল্লাহ যেসব বস্তু হারাম করেছেন তার প্রতি লোভ করে এবং তার কাছে যা আছে তা নিয়ে সে কখনও সন্তুষ্ট হতে পারে না। আল্লাহ আমাদের জন্য কল্যাণময় খাদ্য, বস্তু, পানীয় ইত্যাদি হালাল করেছেন এবং এগুলো অবৈধ পন্থায় উপার্জন হারাম করেছেন। যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের জান ও মাল হালাল করেছেন। তিনি আমাদের জন্য ক্ষতিকর খাদ্যদ্রব্য, বস্তু, বাসস্থান, নারী হারাম করেছেন। অবৈধ উপায়ে কারো সম্পদ আত্মসাৎ করা এবং রক্ত প্রবাহিত করাকে হারাম করেছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর দেয়া সীমারেখার মধ্যে জীবন যাপন করে সে প্রকৃত মুমিন এবং যে তা লঙ্ঘন করে সে কখনও প্রকৃত মুমিন হতে পারে না। কারণ প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি বিশ্বাস, কথা ও কাজের মাঝে সমন্বয় সাধন করে।”

এজন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন লোভ মানুষের সম্পর্কে চিড় ধরায়, পাপাচারে লিপ্ত করে। কৃপণ হতে সাহায্য করে। কৃপণতা হল কোন কিছু যক্ষের ধনের মত আগলে ধরে থাকা এবং লোভ হল অন্যায়ভাবে কোন কিছু উপার্জনের চেষ্টা করা - হোক সেটা সম্পদ বা অন্য কিছু। অনেকে এরকমও বলেছেন যে, এটি সকল পাপের মূল। এভাবেই ইবনে মাসউদ (রাঃ) এবং আমাদের সালাফরা লোভ এবং কৃপণতাকে ব্যাখ্যা করেছেন।

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আবু হুরাইরার (রাঃ) হাদীসের মর্মার্থ হৃদয়ে উপলব্ধি করা যায়। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, ***“মুমিনের হৃদয়ে ঈমান ও লোভ একত্রিত হতে পারে না।”***[৮] অন্য হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ***“সত্যিকারের ঈমান হল যে সবর করে এবং তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে।”***[৯] এখানে সবর বলতে নিজেকে মন্দ কর্ম থেকে বিরত রাখাকে বুঝানো হয়েছে।

অনেক সময় লোভ দ্বারা কৃপণতাকে অথবা তার উল্টোটিও বুঝানো হয়। তবে প্রকৃত অর্থে এরা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে যা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। মানুষের ধন-সম্পদের প্রতি লোভ লালসা তার ধর্মীয় মূল্যবোধ অবক্ষয়ের ইঙ্গিত প্রদান করে। কারণ অর্পিত কাজে ব্যর্থতা এবং নিষিদ্ধ কাজে পারদর্শিতা একজন ব্যক্তির দুর্বল ঈমানের পরিচয় বহন করে। এই বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে তার ঈমানের অল্পই অবশিষ্ট থাকে।

---

[৮] আবু হুরাইরার (রাঃ) বর্ণিত মূল হাদীসটি হল, “আল্লাহর পথের ধুলাবালি এবং জাহান্নামের আগুনের ধোঁয়া বান্দার উদরে কখনও একত্রিত হবে না। যেমন মুমিনের হৃদয়ে ঈমান এবং লোভ একত্রিত হতে পারে না। হাদীসটি ইবনে আবী শায়বাহ, আহমাদ এবং নাসায়ী বর্ণনা করেছেন এবং সনদ হাসান লি গাইরিহী পর্যায়ের।

[৯] দ্বিতীয় হাদীসটি চার জন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। ১. উমায়র ইবনে কাতাদাহ আল লায়সী থেকে ইমাম বুখারী তারীখুল কাবীরে এবং আল হাকিম বর্ণনা করেছেন ২. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে ইবনে আবী শায়বাহ আল ঈমানে এবং ইবনে হিব্বান আল মাজরুহনি গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, ৩.’আমর ইবনে আবাসা থেকে আহমাদ ৪. উবাদাহ ইবনে সামিত থেকে আহমাদ বর্ণনা করেছেন। উপরোক্ত সনদের কারণে হাদীসটি সহীহ। আল্লাহই ভাল জানেন।

পদমর্যাদার লোভ

পদমর্যাদার লোভ ধন-সম্পদের লিপ্সার চেয়েও মারাত্মক। ধন-সম্পদ আহরণের চেয়েও পদমর্যাদা, নেতৃত্ব এবং এ সম্পর্কিত বিষয়গুলো সমাজের জন্য অধিক ক্ষতিকর। এর থেকে উদ্ভূত ক্ষয়ক্ষতি অনেক ক্ষেত্রেই এড়ানো যায় না এবং এজন্য মানুষ অনেক ক্ষেত্রে তার ধন-সম্পদ ব্যয় করতেও কুণ্ঠিত হয় না।

পদ মর্যাদার প্রতি লোভের প্রথম প্রকার

দুনিয়াবী বিভিন্ন উপায়ে যেমন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে, ধন-সম্পদ ইত্যাদির মাধ্যমে ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করা এ প্রকারভুক্ত। এ ধরনের প্রচেষ্টা খুবই ক্ষতিকর, কারণ এটি মানুষকে আখিরাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রাখে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

الله تعالى: ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَلا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [2].

"এটি আখিরাতের সে আবাস যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য যারা এই পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।" (সূরা আল কাসাসঃ ৮৩)

তাই এটা খুবই বিরল ঘটনা যখন কোন একজন মানুষ যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নেতৃত্ব কামনা করে, যা কিছু ভাল সে তাই শুধু গ্রহণ করে। বরং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের জন্য উল্টোটি নসীহত করেছেন। আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বলেছেন : ***"হে আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা! নেতৃত্ব চেয়ে নিও না। কেননা, যদি চাওয়ার পর তুমি তা প্রদত্ত হও, তাহলে তার সকল দায়িত্ব তোমার উপর অর্পিত হবে। আর যদি না চাওয়া সত্ত্বেও তুমি তা প্রদত্ত হও, তাহলে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করা হবে।"*** (সহীহ বুখারী : ৬৬৬২ : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশনী)

জনৈক সলফে সালেহীন বলেছেন, "যে ব্যক্তি ন্যায়বিচার করতে চায় সে কখনও ক্ষমতার প্রতি আকৃষ্ট হবে না" ইয়াযীদ বিন আব্দিল্লাহ বিন মাওহির একজন ন্যায়বিচারক এবং ধার্মিক লোক ছিলেন এবং তিনি বলতেন, "যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ ও ক্ষমতার প্রতি লালায়িত থাকে এবং প্রতিকূল অবস্থার কথা চিন্তা করে সে কখনও ন্যায়বিচার করতে পারে না।"

সহীহ বুখারীতে আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

وفي صحيح البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتْ الْفَاطِمَةُ » [5].

“তোমরা নিশ্চয়ই নেতৃত্বের লোভ পোষণ কর অথচ তা কিয়ামতের দিন লজ্জার কারণ হবে। কত উত্তম দুগ্ধ-দায়িনী এবং কত মন্দ দুগ্ধ পানে বাঁধাদানকারিণী (অর্থাৎ প্রথম দিক দুগ্ধ-দানের ন্যায় তৃপ্তিকর। আর পরিণাম দুগ্ধ ছাড়ানোর ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক)।” (বুখারী : ৬৬৬৩ : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশনী)[১০]

সহীহ বুখারীতে আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, “তিনি বলেন যে, আমি ও আমার কওমের দু’ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট গমন করলাম। সে দুজনের একজন বলল, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে আমীর নিযুক্ত করুন।' অপরজনও অনুরূপ কথা বলল। তখন তিনি বললেনঃ

« إِنَّا لَا نُوَلِّي أمرنا هَذَا مَنْ سَأَلَهُ وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ »

'যারা নেতৃত্ব চায় এবং লোভ পোষণ করে, আমরা তাদের এ পদে নিয়োগ করি না'।”(বুখারী: ৬৬৬৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশনী)

নেতৃত্বের লোভ সমাজের জন্য যথেষ্ট ক্ষতিকর। কারণ সে তা পাওয়ার জন্য যে কোন ধরনের চেষ্টা সাধনা করে এবং সেটা অর্জনের পর সে একে যেকোন মূল্যে টিকিয়ে রাখতে চায়। যার ফলে সমাজে অন্যায়, অবিচার সৃষ্টি হয়।

আবু বকর আল আঝজী যিনি চতুর্থ হিজরীর শেষের দিকের একজন আলেম ছিলেন তিনি জ্ঞানী লোকদের আচার-আচরণ এবং অনুভূতি কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্পর্কে তার বইয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। এটি এ বিষয়ের উপর একটি উত্তম বই। যে বইটি পাঠ করবে সে বুঝতে পারবে আগেকার আলেমদের কর্মপদ্ধতি এবং বর্তমানের নব আবিষ্কৃত কর্মপদ্ধতি। তিনি সুবিধাবাদী আলেমদের স্বরূপ উন্মোচন করে বলেছেন; এই লোকগুলো দুনিয়ার প্রতি, সম্মানের প্রতি, প্রশংসার প্রতি, পদমর্যাদার প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা জ্ঞানকে নিজেকে শোভিত করার কাজে ব্যয় করে যেমন করে সৌন্দর্য-প্রবণ মহিলারা তাদের অলংকার দিয়ে নিজেদের সুসজ্জিত করে। কিন্তু অর্জিত জ্ঞানকে তারা সঠিক কাজে ব্যয় করে না। তারপর তিনি দীর্ঘ বক্তৃতা উপস্থাপনের পর বলেন, “এই ধরনের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকার কারণে এ থেকে কোন কল্যাণ অর্জন করতে সক্ষম হয় না। আস্তে আস্তে ধন-সম্পদ ও পদমর্যাদার প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং সমাজের রাজন্যবর্গের সাথে চলাফেরা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। দামী পোশাক, আরামপ্রদ যানবাহন, পরিপাটি বিছানা, উৎকৃষ্টমানের খাবার এবং চাকর-চাকরানী দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়াটাকে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করে। জনসাধারণ তার গৃহের সামনে ভিড় করবে এবং তার কথা শুনবে ও মানবে এটাই তার কাম্যবস্তু রূপে পরিগণিত হবে। একদিন কাজীর পদের জন্য বাসনা প্রকাশ করবে। যখন তা পেতে ব্যর্থ হবে তখন ধর্মকে বিকিয়ে দিতেও দ্বিধাবোধ

---

[১০] এটা তোমাদের জন্য লজ্জার কারণ হবে এজন্য তোমরা ন্যায় বিচার করতে পারবে না। যার প্রমাণ মুসলিমে আবু যার (রাঃ) এর বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়। তিনি বলেন, “হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। আপনি কি আমাকে কোন পদে নিয়োগ করবেন না?” আবু যার (রাঃ) বলেন, তিনি আমার কাঁধের উপর স্বহস্তে আঘাত করে বলেন: ***“হে আবু যার! তুমি হচ্ছো দুর্বল প্রকৃতির লোক। আর এটা হচ্ছে আমানত। কিয়ামতের দিন এটা অনুতাপ ও অপমানের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তবে যে ব্যক্তি এই পদের হক যথাযথ আদায় করবে এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করবে তার কথা স্বতন্ত্র।”*** [মুসলিম : ৪৫৭১ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশনী]। তাই যারা দুর্বল তাদের এই পদের মোহ ত্যাগ করা উচিত। আর যে ব্যক্তি ন্যায়বিচার করতে পারবে না, এটা তার জন্য লজ্জার কারণ হবে এবং পরকালে সে অপদস্ত হবে। তবে যদি কেউ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে তার জন্য রয়েছে বড় ধরনের পুরস্কার। তাই এই দায়িত্ব কাঁধে নেয়া অযাচিত তবে, কেননা তা অনেক বিপদজনক এবং আলেমরা এসব কিছু থেকে দূরে থাকতেন। তাঁর উক্তিতে ‘কত উত্তম দুগ্ধ-দায়িনী' বলতে দুনিয়াকে এবং 'কত মন্দ দুগ্ধ পানে বাঁধাদানকারিণী' বলতে আখিরাতকে বুঝানো হয়েছে। কারণ পরকালে তাকে এ ব্যাপারে কঠিনভাবে পাকড়াও করা হবে। ব্যাপারটা অনেকটা এরকম দুগ্ধ-পান ত্যাগ করার আগেই তাকে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে, সে এটি ছাড়া টিকে থাকতে পারবে কিনা।

করবে না। সাথে সাথে সে নিজেকে রাজন্যবর্গের কাছে বিকিয়ে দিবে। যখন তাদের প্রাসাদে এবং গৃহে অন্যায় ঘটতে দেখবে সে চুপচাপ দর্শকের ভূমিকা পালন করবে। পরিস্থিতির শেষ পর্যায়ে সে তাদের অন্যায়কে সমর্থন করবে এবং নিজেকে তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য দ্বীনের ভুল ব্যাখ্যা করবে। যখন সে এসব কাজে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। মিথ্যা তার মাঝে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে মহীরুহে পরিণত হবে তখন তাকে তার কাঙ্ক্ষিত কাজীর পদ দেয়া হবে। এ যেন নিজেকে মানুষের কাছে জবাই করে দেয়া।

যখন তারা ঐ আলেম উপর তাদের অনুগ্রহ প্রদর্শন করবে সে এতে সন্তুষ্ট হবে এবং নিজেকে অনুগত প্রমাণ করার জন্য তাদের ক্রোধ থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। এসব কিছুই করবে শুধু তার অবস্থানে টিকে থাকার জন্য। কিন্তু সে তার রবের ক্রোধের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়বে। এতিম, বিধবা, অসহায় লোকদের সম্পদ আত্মসাৎ করবে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য ওয়াক্ফকৃত সম্পদ এবং যে সকল সম্পদ থেকে জনগণ উপকৃত হতো তার সবই তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং অধস্তন কর্মচারীর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করবে। তাই সে যা খাবে এবং উপার্জন করবে সবই হারাম রূপে পরিগণিত হবে। তাই দুর্ভোগ ঐ জ্ঞানপাপীর জন্য যে জ্ঞান অর্জন করে নিকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। এই ধরণের জ্ঞান থেকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন এবং আমাদের আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেছেন। এজন্য এই ধরনের জ্ঞান সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام : « إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعْهُ اللَّهُ بِعِلْمِهِ »[1] .

"কিয়ামতের দিন ঐসব আলেমরা কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হবে যারা অর্জিত জ্ঞান থেকে কোন কল্যাণ প্রাপ্ত হবে না।" ইবনে আব্দুল বার কর্তৃক জামিউল বায়ানিল ইলম, আল আজুরী এবং তাবারানী কর্তৃক আস সাগীর এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।[১১]

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের জন্য এ দোয়া করতেন,

و كان صلى الله عليه وسلم يقول:« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ »[2] .

"হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই এমন জ্ঞান থেকে যা উপকারে আসে না। এমন হৃদয় হতে যা ভীত হয় না। এমন আত্মা হতে যা তৃপ্ত হয় না এবং এমন দুআ হতে যা কবুল হয় না।"[১২]

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও প্রার্থনা করতেন,

« اللهم إني أسألك علماً نافعاً وأعوذ بك من علم لا ينفع »

---

[১১] এই সনদটি খুবই দুর্বল কারণ এর সনদে উসমান ইবনে মিকসাম আল বুরী রয়েছেন যিনি মিথ্যার দায়ে অভিযুক্ত। অবশ্য কথাটি আবু দারদা (রাঃ) এর নিজস্ব উক্তি যা সহীহ সনদে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। এটি আদ দারিমী এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

[১২] হাদীসটি আহমাদ, আবু দাউদ (১৫৪৮) এ বর্ণিত হয়েছে এবং অন্যান্যরা নিম্নোক্ত বর্ণনা অনুসরণ করেছেন, ***"হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে চারটি জিনিস হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি : এমন জ্ঞান যা উপকারে আসে না ....।"*** আল হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। শায়েখ আলবানী সুনান আবু দাউদের তাহক্বীকে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

"হে আল্লাহ্, আমি আপনার কাছে কল্যাণকর জ্ঞান প্রার্থনা করি এবং অকল্যাণকর জ্ঞান হতে পানাহ চাই।"[১৩]

এসব মূল্যবান কথা ইমাম আবু বকর আল আজুরী (রঃ) তাঁর বইয়ে বলে গেছেন। তিনি চতুর্থ হিজরীর শেষের দিকের ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যখন সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি প্রবেশ করেছিল এবং জুলুম অত্যাচার বেড়ে গিয়েছিল।

নেতৃত্ব এবং পদের প্রতি লোভ ধীরে ধীরে মানুষের কি পরিমাণ ক্ষতি করে সে নিজেও তা বুঝতে পারে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর স্বরূপ অজ্ঞাত রয়ে যায়, তবে তারা ব্যতীত যাদেরকে আল্লাহ সঠিক জ্ঞান দান করেছেন। এরাই আল্লাহকে ভালবাসে এবং শত্রুতা পোষণ করে ঐসব ব্যক্তির সাথে যারা আল্লাহর এক নগণ্য সৃষ্টি হয়েও নিজেকে প্রভু ভেবে বসে থাকে। যদিও মানুষ এসব জ্ঞানী লোকদের অবজ্ঞা করে। তাদের মর্যাদার অবমাননা করে যদিও এরাই আল্লাহর বাছাইকৃত বান্দা।

হাসান বসরী হাসান(র:) এইসব লোকদের সম্পর্কে বলেন, "যদিও গাধা ও খচ্চর তাদের ভয়ে কাঁদতে থাকে, পশুগুলো তাদের নিয়ে সদর্পে পদচারণ করে, তবুও গুনাহের বোঝা তাদের ঘাড়েই চাপে। আল্লাহ অবাধ্যদের বঞ্চিত ও অপমানিত করেন"

একজন লোক যখন প্রত্যক্ষ করে লোকেরা তার সমস্ত আদেশ নিষেধ তামিল করে, তাকে তাদের ভাল মন্দের মালিক মনে করে, বিপদে আপদে তার কাছে ছুটে আসে, অভাবের তাড়নায় তার কাছে ছুটে যায়, তখনই তার মাঝে নেতৃত্বের লোভ জন্ম নেয়। ক্ষমতার মোহ এসব কারণে সৃষ্টি হলে তার জেনে রাখা উচিত, সে প্রকারান্তরে তার সৃষ্টিকর্তার সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছে। এসব লোকগুলো মানুষকে এমন অবস্থার মাঝে ফেলে দেয় যে, লোকেরা তার সবকিছু বাধ্য হয়ে মেনে নেয়। এর ফলে তার মাঝে প্রচণ্ড অহংকার বোধ তৈরী হয় যা শুধু আল্লাহর প্রাপ্য, যার কোন অংশীদার নেই।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (৪২)

আল্লাহ্ বলেনঃ **"আমি তোমাদের পূর্বেকার জাতি সমূহের কাছে বহু রাসূল পাঠিয়েছি (কিন্তু তাদেরকে অমান্য করার কারণে) আমি তাদের প্রতি অভাব, দারিদ্র্য ও রোগ-ব্যাধি চাপিয়ে দিয়েছি, যেন তারা বিনয়ের সাথে নতি স্বীকার করে।"** (আল আনআম ৬:৪২)

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (৯৪)

"আমি কোন জনপদে নবী-রাসূল পাঠালে, ওর অধিবাসীদেরকে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদে আক্রান্ত করে থাকি, উদ্দেশ্য হল; তারা যেন নম্র ও বিনয়ী হয়।" (আল আরাফ ৭:৯৪)

কোন কোন রেওয়ায়েতে এরূপ এসেছে আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি বিপদ আপদ নাযিল করেন যাতে তারা তাঁর প্রতি অনুগত হয়। কোন কোন বর্ণনায় এরূপ এসেছে, আল্লাহ তার যেসব বান্দাকে তার কাছে প্রার্থনারত

---

[১৩] বর্ণনাটি আল আজুরী এবং ইবনে হিব্বান সংগ্রহ করেছেন। বর্ণনাটি ইবনে মাজাহ এবং ইবনে আব্দুল বার নিম্নোক্ত বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, *"আল্লাহর কাছে কল্যাণকর জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা কর এবং অকল্যাণকর জ্ঞান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর।"* এই সনদ হাসান। ইবনে মাজাহ এবং অন্যান্যরা উম্মু সালামাহ (রাঃ) হতে অনুরূপ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন।

অবস্থায় দেখতে ভালবাসেন তখন তিনি বলেন, “হে জিবরাঈল! তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পৌঁছাতে তাড়াহুড়ো করো না। বিনয়ের সাথে যখন সে আমাকে ডাকে তখন আমি এটি খুবই উপভোগ করি।” [১৪]

তাই এসব বিষয়গুলো অবিচারের চেয়েও নিকৃষ্ট এবং ঈমান বিধ্বংসী। কারণ এগুলো এক ধরণের শির্ক। আর আল্লাহর প্রতি সবচেয়ে বড় অবিচার ও সীমালঙ্ঘনের অপরাধ হল শিরকে লিপ্ত হওয়া। সুনানে আবু দাউদে আবু হুরাইরাহ্ (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

وفى الصحيح عن النبي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن [الله] قال : « الكبر ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيها عذبته » [2].

“মহান আল্লাহ বলেন, অহংকার হল আমার চাদর এবং মহত্ব হল আমার লুঙ্গি। যে কেউ এর কোন একটি নিয়ে আমার সাথে ঝগড়া করবে, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।” [১৫]

পূর্বেকার সময় এক বিচারক ছিলেন। একদা তিনি স্বপ্ন দেখলেন একজন লোক বলছেন, “আপনিও বিচারক এবং আল্লাহও বিচারক।” ফলে তিনি ঘুম থেকে অস্বস্তি নিয়ে জেগে উঠলেন এবং এই পদ থেকে ইস্তফা দিলেন। কিছু কিছু ন্যায়বিচারক, বিচারককে বিচারক বলে ডাকতে নিষেধ করতেন কারণ এটি অনেকটা রাজাধিরাজের মতোই শুনায়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানুষকে এই ধরনের খেতাব দিতে নিষেধ করেছেন।

যে ব্যক্তি কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব ভালবাসে সে চায় মানুষ তার কাজের জন্য তাকে প্রশংসা করুক। যে ব্যক্তি তাদের এসব কাজ পছন্দ করে তাকে এজন্য কষ্ট ভোগ করতে হবে। যারা নিজেদের অর্জন নিয়ে উল্লাস প্রকাশ করে, যা করেনি তা নিয়ে প্রশংসা কামনা করে, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা মানুষকে প্রতারিত করতে পেরেছে ভেবে খুশী হয়; যদিও তারা বুঝতে পারে না যে তারা নিজেরাই প্রতারিত হচ্ছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٨٨)

“যারা স্বীয় কৃতকর্মে সন্তুষ্ট এবং যা করেনি তজ্জন্যে প্রশংসা-প্রার্থী এরূপ লোকদের সম্পর্কে ধারণা করো না যে, তারা শাস্তি হতে মুক্ত। বরং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি” (আল ইমরান : ১৮৮)

এই আয়াত তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে যারা নিজেদের প্রতি বিভিন্ন গুণাগুণ আরোপ করে যা একমাত্র আল্লাহর প্রাপ্য; যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। এজন্য সঠিক পথ প্রাপ্ত নেতা, জনগণকে তাদের কর্মের জন্য

---

[১৪] এটি হাদীসে কুদসী যা শায়খ মুহাম্মদ আল মাদানী কর্তৃক রচিত বই আল ইতিহাফাতুল সুন্নিয়াহ্ ফিল আহাদিসীল কুদাসিয়্যাহ্তে স্থান পেয়েছে। তিনি বলেছেন ইবনে আসাকির হাদীসটি বর্ণনা করেন যার সনদে ইসহাক ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবি ফারওয়াহ রয়েছেন। তিনি একজন পরিত্যাজ্য রাবী।

[১৫] আবু দাউদ : ৪০৯০। সনদ সহীহ। আলবানী একে সহীহ বলেছেন। সহীহ মুসলিমে অনুরূপ অর্থে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

প্রশংসা করতে বারণ করতেন। তারা বলতেন যদি ভাল কাজ আমার দ্বারা হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা কর। কারণ তাঁর তাওফীক ছাড়া ভাল কাজ করা অসম্ভব।

ওমর বিন আব্দুল আজিজ (রঃ) এ ব্যাপারে আরও কঠোর ছিলেন। তিনি হজ্জ যাত্রীদের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন তাদের সম্মুখে পাঠ করার জন্য। সেখানে তাদের প্রতি সদ্ব্যবহারের সাথে সাথে অন্যায় অবিচার করতে নিষেধ করা হয়।

তাতে লেখা ছিল:

الكتاب: ولا تحمدوا على ذلك كله إلا الله ، فانه لو وكلني إلى نفسي كنت كغيري .

"যেকোনো কাজের জন্য আল্লাহ ব্যতীত কারো প্রশংসা কর না, কারণ তিনি যদি দায়িত্ব আমার কাঁধেই ছেড়ে দেন, তাহলে আমিও অন্য সবার মত হয়ে যাবো।"

তাঁর সম্পর্কিত আরও অনেক বর্ণনা প্রচলিত আছে। একদা এক মহিলা তার চার ইয়াতিম মেয়েদের ভরণ পোষণের জন্য ভাতার আবেদন করেন। আব্দুল আজিজ দুইজনের ভাতা মঞ্জুর করেন। ফলে ঐ মহিলাটি আল্লাহর প্রশংসা করেন। কিছুদিন পর তৃতীয় মেয়ের জন্য ভাতা প্রদান করলে তিনি তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তখন আব্দুল আজিজ বলেন, "আমরা তাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত ভাতা দিব, যতক্ষণ তারা শুধু আল্লাহর প্রশংসা করবে যা কেবল তাঁরই প্রাপ্য" পরে তৃতীয় জনকে তার ভাতা চতুর্থ জনের সাথে ভাগ করে নেয়ার আদেশ দেয়া হল।

তিনি মানুষকে এটাই বুঝাতে চাইতেন যে - নেতৃত্ব মানুষকে একারণেই দেয়া হয় যাতে করে অন্য মানুষ তাদের ন্যায্য পাওনা বুঝে নিতে পারে। নেতৃত্বের মূল কারণ হল আল্লাহর আদেশ নিষেধ বাস্তবায়ন করা। জনগণকে আল্লাহর আদেশ পালনে সাহায্য করা, আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ জিনিস হতে বিরত রাখা। যাতে করে নেতা এসব কাজ সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দিতে পারেন এবং জনগণকে আল্লাহর পথে ডাকতে পারেন। তার নিয়্যত হবে দ্বীন যেন আল্লাহর যমিনে সম্পূর্ণরূপে কায়েম হয়ে যায় এবং যাবতীয় প্রশংসা শুধু আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। সাথে সাথে সে এ ভয়ে ভীত থাকবে, যেন আল্লাহর দায়িত্ব পালনে কোন ধরনের ভুলের মাঝে পতিত হতে না হয়।

যারা আল্লাহকে ভালবাসে, তারা তাদের নিজের আশা আকাঙ্ক্ষা সীমিত রাখে। তারা চায় স্রষ্টার সকল সৃষ্টি একমাত্র আল্লাহকেই রব এবং ইবাদতের যোগ্য সত্তা হিসেবে মেনে নেবে। এই ধরনের লোকগুলো সৃষ্টির কাছ থেকে কোন কিছু আশা করে না। তারা সকল কাজের বিনিময় কেবল আল্লাহর কাছেই আশা করে।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (৭৯)
وَلا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (৮০)

"কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ কিতাব, হিকমত ও নবূওয়াত দান করবার পর সে মানুষকে বলবে, 'তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে সবাই আমার বান্দা হয়ে যাও', এটা তার জন্য সঙ্গত নয় বরং সে বলবে, তোমরা

সবাই তোমার মালিকের অনুগত হয়ে যাও। এটা এ কারণে যে, তোমরাই মানুষদের কিতাব শেখাচ্ছিলে এবং তোমরা নিজেরাও অধ্যয়ন করেছিলে। আল্লাহর ফেরেশতা ও তাঁর নবীদের প্রতিপালকরূপে স্বীকার করে নিতে এ ব্যক্তি কখনো তোমাদের আদেশ দিবে না; একবার আল্লাহর অনুগত মুসলমান হবার পর সে কিভাবে তোমাদের পুনরায় কুফরির আদেশ দিতে পারে?" (আল ইমরান :৭৯ - ৮০)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

وقال النبي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم]:«لاَ تُطْرُونِى كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى المسيح عيسى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ»[2]

"তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে অতিরঞ্জিত করো না, যেমন ঈসা ইবনে মারিয়াম (আঃ) সম্পর্কে খৃষ্টানরা অতিরঞ্জিত করেছিল। আমি তাঁর বান্দা, বরং তোমরা আমার সম্পর্কে বলবে, আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।" (বুখারী: ৩২০২: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে ভৎর্সনা করতেন যারা তাকে তাঁর শেখানো পদ্ধতিতে সম্বোধন করতো না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ***"তোমরা এরূপ বল না,'আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান' বরং তোমরা বলবে 'আল্লাহ একাই যা চান এরপর আপনি যা চান'।"*** (আদ-দারেমীঃ ২/২৯৫)

কেউ যদি মানবীয় ইচ্ছা এবং আল্লাহর ইচ্ছার পার্থক্য অনুধাবন ও বিশ্বাস করার পরেও মানুষের ইচ্ছাধীন কোন কিছুর আলোচনায় বলেন, "আল্লাহ ও আপনি যা চান" অথবা "আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান " এবং এর উদ্দেশ্য হয় যে, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার এখতিয়ার আপনার রয়েছে, তদুপরি মহান আল্লাহর ইচ্ছা সর্বোপরি কার্যকর। তবে এটি শিরকে আসগর কারণ তার কথায় বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে নি। এক্ষেত্রে বলতে হবে 'আল্লাহ যা চান তাই হবে, অতঃপর আপনার ইচ্ছা'।

কাতীলা বিনতু সাইফী নামক ইহুদী পণ্ডিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আগমন করে বলেন, "আপনারা তো শিরক করেন, কারণ আপনারা বলেন: 'আল্লাহ যা চান এবং তুমি যা চাও' এবং আপনারা বলেন: 'কাবার কসম'।" তখন রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ***"তোমরা বলবে: 'আল্লাহ যা চান এরপর তুমি যা চাও' এবং বলবে 'কাবার প্রতিপালকের কসম।"..***[১৬]

হুযাইফা (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: ***"তোমার বলবে না, 'আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন এবং অমুক যা ইচ্ছে করে' বরং তোমরা বলবে, 'আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন, অতঃপর অমুক যা ইচ্ছে করে।'"..***[১৭]

একজন ব্যক্তি তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্বোধন করে বলল, "আল্লাহ এবং আপনি যা চান।" তিনি উত্তরে বললেন,

---

[১৬] হাকিম, আল মুসতাদরাক ৪/৩৩১; সুনানে নাসাঈ ৭/৬; সিলসিলাতুস সাহীহাহ্ ১/২৬৩। হাদীসটি সহীহ

[১৭] আবু দাউদ ৪/ ২৯৫; বায়হাকী সুনামুল কুবরা ৩/২৬১; সিলসিলাতুস সাহীহাহ্ ১/২৬৬- ২৬৫। হাদীস সহীহ। অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত

وقال لمن قال له «مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْت: أجعلتني والله عدلاً بل مـــا شـــاء الله وحده »[2] .

"তোমরা কি আল্লাহর সাথে আমাকে অংশীদার বানিয়ে নিলে! তোমরা বল আল্লাহ একাই যা চান।"[১৮]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পরবর্তী ন্যায়নিষ্ঠ খলিফারা এবং তাঁদের অনুসারীরা ন্যায়বান শাসক ছিলেন। তাঁরা মানুষের কাছে নিজেদের প্রশংসা চাইতেন না, বরং তাঁরা চাইতেন একমাত্র আল্লাহর প্রশংসা করা হোক। তাঁদের মধ্যে যারা নেতৃত্ব চাইতেন, তার মূল কারণ ছিল মানুষকে আল্লাহর পথে আহবান করা। যেসব ন্যায়বান লোকেরা বিচারকের পদ অলংকৃত করতেন; তারা বলতেন, আমি ভাল কাজে সাহায্য এবং মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার মাধ্যমে নিজেকে সাহায্য করতে পারব বলেই এ দায়িত্ব নিয়েছি।"

নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাথীরা মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান করার জন্য ও আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং এ কারণে যে কোন বিপদ মাথা পেতে নিয়েছেন। তাঁরা এ কারণে কখনও দুঃখ বোধ করতেন না, কারণ তাঁরা জানতেন তারা যা কিছু করতেন সবকিছু ঐ মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টির জন্য।

এজন্য খলিফা আব্দুল মালিক বিন উমর বিন আব্দুল আজিজ তার বাবাকে বলতেন, "এটা আমি খুবই পছন্দ করি যে আমাদেরকে গরম পানির পাত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ফেলে দেয়া হবে।"

অপর এক ধার্মিক লোক বলেছেন, "মানুষ যদি আমার দেহের মাংস কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলত যাতে করে সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর অনুগত হয়ে যায়, তবে তাই হত আমার পরম পাওয়া।"

এ ছিল এসব মহৎ প্রাণ ব্যক্তিদের মনের অবস্থা যাদের অন্তরে সবসময় আল্লাহর চিন্তা জাগ্রত থাকত। এসব লোকদের কথাই আল্লাহ কোরআনে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (৫৪)

"........ তারা মুসলমানদের প্রতি মেহেরবান এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। আর তারা কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবে না। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। যাকে ইচ্ছা তাকে প্রদান করেন বস্তুতঃ আল্লাহ প্রাচুর্য-দানকারী এবং মহাজ্ঞানী।" (আল মায়িদাহ: ৫৪)

---

[১৮] হাদীসটি আহমাদ এবং বুখারী আল আদাবুল মুফরাদে বর্ণনা করেন (আদাবুল মুফরাদ : ৩৮৭- ৩৮৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)। এর সনদ হাসান।

নেতৃত্বের প্রতি লোভের দ্বিতীয় প্রকার

নেতৃত্বের প্রতি লোভের দ্বিতীয় প্রকারের রূপরেখা হল মানুষের কাছে ধার্মিক-দ্বীনদার সাজা, যেমন দ্বীনের আলেম সাজা। মানুষের সামনে দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তি দেখানো এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা, অর্থাৎ মানুষের কাছে নিজের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর মাধ্যমে নেতৃত্ব কামনা করা। নেতৃত্বের প্রতি লোভের দ্বিতীয় প্রকার প্রথম প্রকারের চেয়েও ক্ষতিকর এবং পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। উচ্চ মর্যাদার লোভে এই ধরণের জ্ঞান এবং দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তি কখনও আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হয় না; আর এটি তাকে আল্লাহর নিকটবর্তীও করে না।

ইমাম সুফিয়ান সাওরী[১৯] (রঃ) বলেন,

قال الثوري: إنما فضل العلم لأنه يتقى به الله، وإلا كان كسائر الأشياء[3].

"ইলম বা জ্ঞানের যে মর্যাদা তার কারণ হল এই যে এর মাধ্যমে মানুষের অন্তরে আল্লাহ ভীতি জাগ্রত হয়। নতুবা অন্য কিছুর সাথে এর তেমন কোন পার্থক্য নেই।" জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য যদি হয় দুনিয়া অর্জন, তাহলে সেটি আবার দুই ধরণের হতে পারে:

প্রথম প্রকার হল: যার মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করা হয়। যাকে সম্পদের প্রতি লালসা বলাই উত্তম এবং যা উপার্জন করা হয় নিষিদ্ধ উপায়ে। এ ব্যাপারে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

وفى هذا جاء الحديث عن النبي « مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنْ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ »[1] .

"যে ইলমের দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা যায়, কোন লোক যদি তা দুনিয়াবী স্বার্থ লাভের জন্য শিক্ষা করে, তবে সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধি পাবে না।" হাদীসটি ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ এবং ইবনে হিব্বান তার সহীহতে বর্ণনা করেছেন। (আবু দাউদ : ৩৬৬৪)

এর কারণ হতে পারে এই যে, এবং এ ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন, আল্লাহর সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন, তাঁকে ভালবাসা, তাঁকে নিয়ে সুখী থাকা, তাঁর সাক্ষাৎ লাভের উদগ্র বাসনা থাকা, তাঁকে ভয় করা এবং তাঁকে মেনে চলার মাঝে আগাম জান্নাতের স্বাদ অনুভব করা যায়। আর এ সবই অর্জিত হয় কল্যাণকর জ্ঞানের মাধ্যমে। কোন ব্যক্তির অর্জিত জ্ঞান যদি তাকে দুনিয়াতে জান্নাতের আগাম স্বাদ আস্বাদন করতে সাহায্য করে, তাহলে সে পরকালেও জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং এর উল্টো কথাটিও সত্য।

পরকালে ঐ সব আলেমদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি যারা তাদের অর্জিত জ্ঞান থেকে কোন কল্যাণ হাসিল করেনি। এইসব লোকদের জন্য রয়েছে পরকালে চরম হতাশা এবং অপমান, কারণ তারা যা দিয়ে সর্বোচ্চ আসনে পৌঁছতে পারত, তা তারা ব্যয় করল চরম মূল্যহীন তুচ্ছ জিনিসের পেছনে। এ যেন মনি মুক্তার মাধ্যমে পশু পাখির বিষ্ঠা ক্রয় করল। এ হল ঐ ব্যক্তির পরিণতি যে তার জ্ঞানের মাধ্যমে দুনিয়াকে চেয়েছিল অথবা তার

---

[১৯] সুফিয়ান ইবন সা'ঈদ আস-সাওরী ছিলেন তাবেঈনদের উত্তরাধিকারী একজন প্রসিদ্ধ ইমাম। ইবনুল মুবারাক (রঃ) বলেছেন, "আমি এমন আর কারও সনদ থেকে উদ্ধৃত করিনি যিনি তার থেকে উত্তম ছিলেন।" তিনি ১৬১ হিজরীর শা'বান মাসে ৬৪ বছর বয়সে মারা যান।

চেয়েও নিম্ন। ঐ ব্যক্তির জন্য রয়েছে আরও দুর্ভোগ যে দুনিয়া কামনা করে অথচ মনে হয়, যেন এর চেয়ে দুনিয়ার প্রতি উদাসীন লোক পাওয়া দুষ্কর। সবই হল ঘৃণ্য প্রতারণার জ্বলন্ত উদাহরণ।

দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত ঐ সকল লোকেরা যারা জ্ঞানের মাধ্যমে, কর্মের মাধ্যমে এবং দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ততা দেখিয়ে নেতৃত্ব অর্জন করতে চায়। মানুষের মাঝে সম্মানিত হতে চায়। মানুষকে তার একান্ত অনুগত হিসেবে দেখতে চায়। সে মানুষের কাছে তার প্রতিজ্ঞার স্বাক্ষর রাখতে চায়। জ্ঞানের গভীরতার নিদর্শন দেখাতে চায়, যাতে করে মানুষ ভাবতে শিখে তিনি অন্যান্য আলেমদের চেয়েও বড় আলেম। এতে করে মানুষের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা অনেকাংশে বেড়ে যায়। এর মাধ্যমে সে নিজের আবাস জাহান্নামে ঠিক করে নেয়। কারণ এসব কিছুর মাধ্যমে এরা এমন কিছু আকাঙ্ক্ষা করে যা তার জন্য নিষিদ্ধ। আর এ যদি সম্পন্ন হয় আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের উপকরণের মাধ্যমে, তবে তার জঘন্যতার মাত্রা সম্পর্কে কোন মন্তব্য না করাই উত্তম।

এ সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কাব বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, ***"যে ব্যক্তি আলেমদের সাথে তর্ক করা, জাহেল মূর্খদের সাথে বাক বিতণ্ডা করার জন্য এবং মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য ইলম শিখেছে আল্লাহ তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন।"*** আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই তা জানতে পেরেছি। ইসহাক ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে তালহা হাদীস বিশারদগণের মতে শক্তিশালী রাবী নন। তার স্মরণশক্তি সমালোচিত। তিরমিযী (২৫৯০)। ইবনে হাজার আত তাকরীবে হাদীসটি দূর্বল বলে আখ্যায়িত করেন। ইবনে মাজাহ হাদীসটি ইবনে উমর এবং হুযাইফা (রাঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যা নিম্নোক্ত কথায় বর্ণনা করেছেন, ***"............ সে আগুনের মাঝে অবস্থান করবে।".***[২০]

ইবনে মাজাহ এবং ইবনে হিব্বান তাঁর সহীহতে জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

. من حديث جابر عن النبي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم] قال: « لا تعلمـــــوا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس فمن فعـــــل ذلك فالنار النار »[1] .

"জ্ঞানীদের সাথে প্রতিযোগিতা, মূর্খদের সাথে তর্ক করার জন্য এবং মজলিসে নিজেকে উঁচুতে তুলে ধরার জন্য জ্ঞানান্বেষণ করো না। যে এটা করবে তার জন্য আগুন; আগুন! ".[২১]

---

[২০] হাদীসটি ইবনে উমর (রাঃ) থেকে দুটি ভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমটি ইবনে মাজাহ। তিরমিযী একে হাসান বলেছেন এবং আল আজুরী বর্ণনা করেছেন এবং এই সনদটি মুনকাতি। দ্বিতীয়টি ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেন যার সনদে একজন দুর্বল এবং একজন অপরিচিত রাবী আছেন। হুযাইফা (রাঃ) থেকে ৩টি সনদে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমটি ইবনে মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত যার সনদে আশ'আম বিন সাওয়ার রয়েছেন যিনি যঈফ। দ্বিতীয়টি কাতিবাইন ইকত্বিদা- উল ইলমিল আমাল এ বর্ণিত হয়েছে। এতে বশির ইবনে উবায়েদ আল মাদারিসী রয়েছেন যিনি দুর্বল এবং মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। তৃতীয়টি খতীব তার তারিখে বর্ণনা করেছেন যেখানে আবু বকর আয যাহিরী নামক পরিত্যক্ত ও মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত বর্ণনাকারী রয়েছেন।

[২১] হাদীসটি ইবনে মাজাহ (২৫৩,২৫৪), ইবনে হিব্বান এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেন। ইমাম যাহাবী এটাকে সত্যায়ন করেছেন।

ইবনে আদী অনুরূপ একটি হাদীস আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যেখানে অতিরিক্ত আছেঃ ***“ .... বরং জ্ঞান অন্বেষণ কর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং পরকালের জন্য।”*** (হাদীসটি খতীব আল বাগদাদী আল ফাকীহ ওয়াল মুতাকাক্কীহ তে ইবনে আদী থেকে হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন)।

ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, “তিন কারণে জ্ঞান অন্বেষণ করো না-মূর্খদের সাথে তর্ক করার জন্য, জ্ঞানীদের সাথে প্রতিযোগিতার জন্য, মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য। বরং তোমার কথা ও কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চেষ্টা করো। কারণ তিনি ছাড়া সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।”.[২২]

সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, *“কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম এমন এক ব্যক্তির ব্যাপারে ফয়সালা হবে যে শহীদ হয়েছিল। তাকে আনা হবে এবং তাকে যে সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়েছিল তা পেশ করা হবে। সে তা স্বীকার করবে। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন- আমি যে সমস্ত নিয়ামত দিয়েছিলাম তার বিনিময়ে তুমি কি করেছ ? সে বলবে, আমি তোমার পথে লড়াই করে শহীদ হয়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো। বরং তুমি এ জন্য লড়াই করেছ যে, লোকেরা তোমাকে বীর বাহাদুর বলবে! আর তা বলাও হয়েছে। তারপর তার সম্বন্ধে নির্দেশ দেয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অত:পর আরেক ব্যক্তিকে নিয়ে আনা হবে। সে ইলম অর্জন করেছে, তা লোকদের শিক্ষা দিয়েছে ও কুরআন পাঠ করেছে। তাকে উপস্থিত করা হবে তাকে দেয়া সুযোগ সুবিধা গুলোও তার সামনে তুলে ধরা হবে। সে তা স্বীকার করবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে তুমি তোমার নিয়ামতের কি সদ্ব্যবহার করেছো? সে বলবে, আমি ইলম অর্জন করেছি। লোকদেরকে তা শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন পাঠ করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো। বরং তুমি এ উদ্দেশ্য বিদ্যা অর্জন করেছিলে যে, লোকেরা তোমাকে আলেম বলবে এবং কুরআন এ জন্য পাঠ করেছিলে যেন লোকেরা তোমাকে ক্বারী বলবে। আর তা বলাও হয়েছে। অতঃপর তার সম্বন্ধে নির্দেশ দেয়া হবে এবং তাকে মুখের উপর উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। ....”* (মুসলিম : ৪৭৭১)।

অনুরূপভাবে এই ধরণের দান-সদকা কারীদের অনুরূপ পরিণতি হবে। [মূল গ্রন্থে না থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ হাদীসটি তুলে দেওয়া হয়েছে]

আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলতেন, “হে জ্ঞানের ধারক! অর্জিত জ্ঞান অনুসারে আমল কর। প্রকৃত জ্ঞানী তার জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে। এমন কিছু লোক আসবে যাদের অর্জিত জ্ঞান তার কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছবে না। তাদের আমল তাদের জ্ঞানের বিপরীত হবে, তারা যা প্রদর্শন করবে তা তাদের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা থেকে ভিন্নতর হবে। তারা যখন মজলিসে বসবে তখন একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে। যারা তাদের মজলিস ছেড়ে যাবে অথবা তাদের ত্যাগ করবে, তখন ঐ ব্যক্তির প্রতি ক্রোধান্বিত হবে। ঐ মজলিসের কৃতকর্ম এবং ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা আল্লাহর কাছে পৌঁছাবে না।”

আল হাসান আল বসরী বলেন,

وقال الحسن : لا يكن حظ أحدكم من العلم أن يقول له الناس عالم[2].

“মানুষের কাছ থেকে জ্ঞানী বা আলেম কথাটি শুনবার জন্য জ্ঞান অর্জন করো না।”

---

[২২] প্রাগুক্ত। সনদে মুহাম্মদ ইবনে আওন আল খোরাসানী রয়েছেন যিনি মাতরুক।

কথিত আছে, ঈসা আলাইহিস সালাম বলতেন, "ঐ ব্যক্তি কিভাবে জ্ঞানী হতে পারে যে মানুষকে বলে বেড়ানোর জন্যই জ্ঞান অন্বেষণ করে কিন্তু সে অনুযায়ী আমল করে না।"

আমাদের পূর্বসূরিরা বলতেন, "আমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, যে ব্যক্তি বর্ণনার নিমিত্তে হাদীসের ইলম অন্বেষণ করে সে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবে না।" অর্থাৎ হাদীস বর্ণনা করাই যথেষ্ট নয়, সে অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক।

সলফে সালেহীনরা এই ধরণের লোককে প্রচণ্ড ঘৃণা করতেন যারা ফতোয়া প্রদানে অতিমাত্রায় উৎসাহী ছিল, এর প্রতি লালায়িত ছিল। এ ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করতো এবং এসব ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করতো।

ইবনে লাহি'আহ, উবাইদুল্লাহ বিন আবি জাফর থেকে একটি মুরসাল হাদীসে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন,

« أَجْرَؤُكُمْ عَلَى الْفُتْيَا أَجْرَؤُكُمْ عَلَى النَّارِ »

"যে ব্যক্তি ফতোয়া প্রদানে যত সাহসী সে ততই আগুনের নিকটবর্তী।".[২৩]

ইমাম আলকামাহ (রঃ) বলতেন,

وقال علقمة : كانوا يقولون أجرؤهم على الفتيا أقلهم علما[2].

"তারা বলতেন, ফতোয়া প্রদানে যে যত বেশী অগ্রগামী সে তত বেশী মূর্খ। "

আল বারা বলেন, "আমি আল্লাহর রাসূলের সাহাবীদের মধ্যে একশত বিশ জন আনসারী সাহাবীর সাক্ষাৎ পাই, যখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হতো,তখন তারা মনে প্রাণে চাইতেন উত্তরটি তার পক্ষ হতে অন্য কেউ দিয়ে দিক।".[২৪]

অন্যান্য বর্ণনায় এটিও রয়েছে যে, " .... তখন প্রশ্নটি অন্যের কাছে পাঠানো হতো। তিনি তার পরবর্তীদের কাছে পাঠাতেন। এভাবে চলতেই থাকত, যতক্ষণ না এটি পুনরায় প্রথম ব্যক্তির নিকট ফিরে আসে।"

ইবনে মাসউদ (রঃ) বলতেন,

وعن ابْنُ مَسْعُودٍ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْه]: إنَّ الَّذِي يُفْتِي النَّاسَ فِي كُلِّ مَا يَسْتَفْتُونَهُ لَمَجْنُونٌ[3] .

"যে ব্যক্তি তার কাছে উত্থাপিত যে কোন প্রশ্নের উত্তর জানিয়ে দেয় সে আসলে পাগল।" (বর্ণনাটি ইবনে আব্দুল বার আল খাতীব তার আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহতে (২/১৯৭-১৯৮) এবং খাইসামাহ আল ইলম এ (১০ নং)। এর সনদ সহীহ।

---

[২৩] আদ দারিমী এটি বর্ণনা করেন। বর্ণনাটি মুরসাল হওয়ার কারণে দুর্বল।

[২৪] বর্ণনাটি আদ দারিমী এবং ইবনে আব্দুল বার তার জামিতে বর্ণনা করেন। যদিও কথাটি আল বারার নয়, বরং এটি আব্দুর রহমান ইবনে আবি লায়লার। বর্ণনাটির সনদ সহীহ। আল বারার উক্তি হল : "আমি তিনশত জন বদরের সাথীদের সাক্ষাত পেয়েছি যারা সর্বদা কামনা করতেন, তাদের কাছে উত্থাপিত প্রশ্ন অন্য কোন ভাই উত্তর দিয়ে দিক।" (এটি ইবনুল মুবারক আয যুহদ এ ইবনে সাদ এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেন যার সনদে আবু ইসহাক আস সাবিয়ী রয়েছেন যিনি গ্রহণীয় তবে মুদাল্লিস ছিলেন। তবে তিনি বর্ণনাটি সরাসরি শুনেছেন এই কথাটি উল্লেখ ব্যতীতই বর্ণনা করেন)।

উমর বিন আব্দুল আযিয কে একটি প্রশ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, "ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে মতামত জানাতে আমি দুঃসাহস করি না।" তিনি তাঁর এক পরিচালনা পর্ষদকে লিখেন: "আমি ধর্মীয় বিষয়ে মতামত জানাতে আগ্রহী হই না, যতক্ষণ একে এড়িয়ে যেতে পারি।"

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ (রঃ) বলেন, "এসব কাজকর্ম তাদের জন্য নয় যারা মানুষের কাছে নিজেদেরকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। বরং এইসব কাজ তাদের জন্য যারা এই ভেবে আনন্দ লাভ করে যে অন্য কেউ এ স্থান দখল করুক।" তার থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে যে,

وعنه أنه قال: أعلم الناس بالفتوى أسكتهم وأجهلهم بها أنطقهم[3].

"ফতোয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে জ্ঞানী ঐ ব্যক্তি যে অধিকাংশ সময় চুপ থাকে এবং এ ব্যাপারে যে বেশী কথা বলে সে মূর্খ।"[২৫]

সুফিয়ান আস সাওরী বলেন, "আমরা আলেমদের কাছে যেতাম এবং তারা প্রশ্নের উত্তর দিতে ঘৃণা করতেন এবং তারা তাদের মতামত জানাতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা অন্য কোন পথ খোলা না পেতেন। তবে যদি তারা এ বিষয়ে নিষ্কৃতি লাভ করতেন, তবে এটাই তাদের নিকট অধিক পছন্দনীয় ছিল।"

ইমাম আহমাদ বলেন, "যে ব্যক্তি ফাতওয়ার ক্ষেত্রে নিজেকে অগ্রগামী করল সে এক বিপদজনক কাজে নিজেকে উপস্থাপন করল, যতক্ষণ না সে প্রয়োজনের কারণে বাধ্য হয়।" যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, "তাহলে উত্তম কোন ব্যক্তি, যে এ বিষয়ে কথা বলে নাকি যে নীরবতা অবলম্বন করে?" তিনি বললেন, "আমাদের কাছে উত্তম ঐ ব্যক্তি যে এসব থেকে দূরে থাকে।" কিন্তু যখন প্রয়োজন দেখা দেয় ? তখন তিনি বললেন, "শুধু প্রয়োজন! আর প্রয়োজন!" তিনি বললেন, "ঐ ব্যক্তির জন্য উত্তম চুপ থাকা।"

তাই যারা ধর্মীয় বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেন তাদের উপলব্ধি করা উচিত তারা সত্যিকার অর্থে কী আল্লাহ তায়ালার আদেশ নিষেধ প্রচার করছেন? এই বিষয়ে তাদেরকে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে।

রাবী ইবনে খাইসাম বলেন, "হে ফাতওয়া প্রদানকারী! চেয়ে দেখ তোমরা কি প্রদান করছো।"

আমর ইবনে দীনার কাতাদাহ যখন ফাতওয়া বা মতামত প্রদানে বসতেন তখন বলতেন,

وقال مالك بن دينار[1] لقتادة[2]: لما جلس للفتيا تدرى في أي علم وقعت بين الله وبين عباده فقلت هذا يصلح وهذا لا يصلح؟! [3].

"তুমি কি বুঝতে পারছো কি গুরুদায়িত্ব তুমি তোমার কাঁধে চাপিয়েছ? তুমি এখন আল্লাহ এবং তার বান্দাদের মাঝে রয়েছো এবং মানুষকে বলছ যে এটা সঠিক আর ওটা ভুল।"[২৬]

---

[২৫] আল খতীব আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ এ বর্ণনা করেন, সনদ দুর্বল।

[২৬] খতীব তার আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ তে বর্ণনা করেন (২/১৬৮) ইবনুল মুবারক বলতেন, "আলেমরা আল্লাহ ও বান্দার মধ্যবর্তী স্থানে প্রবেশ করে। তাই তার ভেবে দেখা উচিত সে কিভাবে এতে প্রবেশ করছে।" (বিভিন্ন শব্দে এটি আদ-দারিমী এবং আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ এ বর্ণিত হয়েছে। ইসনাদ সহীহ)

যখন ইবনে সিরীনকে (রঃ) হালাল-হারাম বিষয়ে প্রশ্ন করা হতো তার চেহারা পরিবর্তিত হয়ে যেত, তখন মনে হতো এ যেন অন্য কোন ব্যক্তি।[২৭]

যখন ইব্রাহীম নাখয়ীকে (রঃ) কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা হতো তখন তার চেহারায় বিতৃষ্ণার ভাব ফুটে উঠতো এবং তিনি বলতেন, “তুমি কি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে খুঁজে পেলে না?” তিনি আরও বলতেন, “আমি কথা বলি কিন্তু এ কাজটি হতে বিরত থাকতাম যদি অন্য কোন উপায় খুঁজে পেতাম। যখন আমি কুফার ফকীহ ছিলাম সেটি ছিল আমার জীবনের নিকৃষ্ট সময়।”[২৮]

বর্ণিত আছে ইবনে উমর (রাঃ) বলতেন, “তোমরা এমনভাবে আমাদের কাছে ফতোয়া জানতে আসো যে তাতে মনে হয় যেন তোমাদের ব্যাপারে আমরা জিজ্ঞাসিত হব না।”[২৯]

মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসী বলতেন, “কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আলেমদের পাকড়াও করা হবে।”

ইমাম মালিক (রঃ) এর ব্যাপার এটি বর্ণিত রয়েছে যে,

وعن مالك : أنه كان إذا سئل عن مسالة كأنه واقف بين الجنة والنار[3].

যদি কোন বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হতো মনে হতো, যেন তাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে।[৩০]

একজন আলেম ফতোয়া প্রদানকারী একজন লোককে উপদেশ দিচ্ছিলেন,

وقال بعض العلماء لبعض المفتين : إذا سئلت عن مسألة فلا يكن همك تخليـــص السائل ولكن تخليص نفسك أولاً[4] .

“যখন তুমি কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে তোমার লক্ষ্য যেন এই না হয় যে, তুমি প্রশ্নকর্তার জন্য সমাধানের পথ বাতলে দিবে বরং লক্ষ্য যেন হয় নিজেকে মুক্ত এবং নিরাপদ রাখা।”[৩০]

অপর একজন বলেন, “এরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে নিজেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে কথা বল নতুবা চুপ থাক” এই ব্যাপারে সালাফদের অসংখ্য বক্তব্য রয়েছে।

ইমাম আহমাদ, আত তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ***“যে ব্যক্তি মরুভূমিতে বাস করে সে হয় কঠোর প্রকৃতির। যে***

---

[২৭] ইবনে সাদ ৭/১৯৫ এবং আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ তে বর্ণিত হয়েছে, ইসনাদ সহীহ।

[২৮] অনুরূপ অর্থে আবু খাইসামাহ আল ইলম এ বর্ণনা করেন। (সং ১৩১)

[২৯] এটি ফাসাবী এবং খতীব আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ (২/১৬৮) বর্ণনা করেন। বর্ণনাটি দুর্বল।

[৩০] প্রাগুক্ত: (২:১৬৭) সনদ দুর্বল।

[৩০] এই বর্ণনার বক্তা ছিলেন ইবনে খালদাহ আয-যুহরী এবং তিনি রাবীআহ বিন আবি আব্দির রহমানের সাথে আলোচনা করছিলেন। প্রায় সমার্থক শব্দে ফাওসী (১/৫৫৬-৫৫৭)। আবু নুও'য়াইম আল হিলইয়া গ্রন্থে (৩/২৬০-২৬১) এবং খতীব আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ তে (২/১৬৯)বর্ণনা করেন, সনদ সহীহ।

ব্যক্তি শিকারের পেছনে থাকে সে হয় অসচেতন। আর যে ব্যক্তি রাজ দরবারে যায় সে বিপদে জড়িয়ে পড়ে।”(৩১)

আবু হুরাইরাহ হতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে অনুরূপ হাদীসে বর্ণিত। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

« وَمَا ازْدَادَ عَبْدٌ مِنْ السُّلْطَانِ دُنُوًّا إِلَّا ازْدَادَ مِنْ اللَّهِ بُعْدًا »

“রাজা বাদশার সাথে নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক স্থাপনকারী বিপদগ্রস্ত হয়। আর যে বান্দা রাজার সাথে অধিক ঘনিষ্ঠ হয় সে আল্লাহ থেকে ততোই দূরে সরে যেতে থাকে।”(৩২)

ইবনে মাজাহ হাদীসটি ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, *“আমার উম্মতের মধ্যে কিছু ব্যক্তি ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী হবে। তারা কুরআন পাঠ করবে এবং বলবে,'আমরা শাসকদের নিকটবর্তী হয়ে দুনিয়াবী ধন-সম্পদের এক অংশ অর্জন করবো।' কিন্তু তারা দ্বীন থেকে দূরে সরে যাবে। অথচ এরূপ কখনও হতে পারে না। যেমন কাঁটাদার বৃক্ষ থেকে ফল চয়নের সময় হাতে কাঁটা লেগেই থাকে। তদ্রূপ তারা তাদের কাছে গিয়ে গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে না।”.*(৩৩)

তাবারানী হাদীসটি বর্ণনা করেন নিম্নোক্ত শব্দেঃ *“নিশ্চয়ই আমার উম্মতের মাঝে কিছু লোক যথেষ্ট ধর্মীয় প্রজ্ঞা অর্জন করবে। শয়তান তাদের কাছে এসে বলবে- 'যদি শাসকদের নৈকট্য কামনা কর এবং তাদের ধন-সম্পদের ভাগীদার হতে চাও, তবে তাদের কাছ থেকে ধর্মকে আলাদা করে দাও।' অথচ এরূপ কখনও হতে পারে না। যেমন কাঁটাদার বৃক্ষ থেকে ফল চয়নের হাতে কাঁটা লেগেই থাকে। তদ্রূপ তারা তাদের কাছে গিয়ে গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে না।”*

তিরমিযী আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, “রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جُبِّ الْحَزَنِ قَالُوا :وَمَا جُبُّ الْحَزَنِ قَالَ: وَادٍ فِي جَهَنَّمَ تَتَعَــــوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَدْخُلُهُ ؟ قَالَ الْقُرَّاءُ الْمُرَاءُونَ بِأَعْمَالِهِمْ »[3].

---

(৩১) আবু দাউদ (২৮৫৯)। আত তিরমিযী বলেন এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান এবং আব্বাস (রাঃ) রিওয়ায়াত হিসাবে গারীব। আমরা কেবল সুফিয়ান সাওরীর সূত্রেই এটি জানতে পেরেছি। তিরমিযী (২২০২)। আবু দাউদের তাহক্বীকে আলবানী একে সহীহ বলেন। এছাড়া একে সমর্থনকারী বর্ণনা বায়হাকীর শুআবুল ঈমানে রয়েছে।

(৩২) হাদীসটি আহমাদ। আবু দাউদ (২৮৬০) এবং বায়হাকী শুআবুল ঈমানে বর্ণনা করেন। সনদে আল হাসান ইবনুল হাকাম আন শাখয়ী রয়েছেন যিনি সাধারণভাবে গ্রহণীয় কিন্তু ভুল করতেন। আলবানী আবু দাউদের তাহক্বীকে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। তবে অত্র গ্রন্থের অনুবাদক মনে করেন প্রথম সনদ এটিকে শক্তিশালী করছে। আল্লাহ ভাল জানেন।

(৩৩) ইবনে মাজাহ: ২৫৫। হাদীসের সনদে আল ওয়ালিদ ইবনে মুসলিম রয়েছেন যিনি একজন মুদাল্লিস এবং তিনি এটি ‘আন আন শব্দে বর্ণনা করেন। এতে আরও রয়েছেন উবায়দুল্লাহ ইবনে আবী বুরদাহ যার একক বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ না সমর্থনযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায়।

“তোমরা ‘জুব্বুল হুযন’ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর।” তারা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ‘জুব্বুল হুযন’ কি? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ***“তা দোযখের মধ্যকার একটি** উপত্যকা যা থেকে স্বয়ং দোযখও দৈনিক শতবার আশ্রয় প্রার্থনা করে।”* জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাতে কে প্রবেশ করবে? তিনি বললেন, *“যেসব কোরআনের পাঠক লোক দেখানো আমল করে।”* (তিরমিযী: ২৩২৪)।.[(৩৪)] ইবনে মাজাহ একশত বারের স্থলে চারশত বার উল্লেখ করেন।

তিনি আরও বলেন, *“আর আল্লাহর কাছে নিকৃষ্ট ক্বারী তারাই যারা শাসক শ্রেণীর সংশ্রবে আসে।”* (ইবনে মাজাহ: ২৫৬)

সবচেয়ে বড় কথা হল আলেম যদি যালিম শাসকের সঙ্গী হয় সে হয়তো তাকে মিথ্যা এবং যুলুমের ক্ষেত্রে সাহায্য করবে অথবা তার সামনে সংঘটিত অন্যায় দেখে সে প্রতিহত করতে পারবে না। সে যদি তাদের কাছে যায় নেতৃত্ব ও পদমর্যাদার লোভে,তাহলে সে এইসব খারাপ কাজ প্রতিরোধ করতে কখনও এগিয়ে আসবে না। বরং তাদের শয়তানি কাজগুলোকে অনুমোদন করবে। নিজেকে তাদের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য করে তুলবে এবং তাদের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে।

ইমাম আহমাদ, তিরমিযী, আন নাসায়ী এবং ইবনে হিব্বান তাঁর সহীহে কাব বিন উজরা (রাঃ) হতে হাদীসটি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বের হয়ে আমাদের নিকট আসলেন। আমরা ছিলাম নয়জন; পাঁচজন আরব এবং চারজন অনারব অথবা এর বিপরীত। তিনি বলেন,

كعب بن عجرة عن النبي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم] قال: « سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَـــرَاءُ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضَ وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِـــمْ وَلَـــمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْضَ »[(2)]

“*তোমরা শোন, তোমরা কি শুনেছ? অচিরেই তোমাদের পরে এমন কতিপয় শাসকের আবির্ভাব ঘটবে। যে ব্যক্তি তাদের সংস্পর্শে গিয়ে তাদের মিথ্যাচারকে সমর্থন করবে এবং তাদের যুলুমে সহায়তা করবে,তবে সে আমার দলভুক্ত নয় এবং আমিও তার দলভুক্ত নই। আর সে হাউজে কাউসারে আমার নিকট পৌঁছতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি তাদের সংস্পর্শে যাবে না, তাদের যুলুমে সহয়তা করবে না এবং তাদের মিথ্যাচারে সমর্থন করবে না - সে আমার এবং আমি তার। সে হাউজে কাউসারে আমাদের সাক্ষাত লাভ করবে।”*.[(৩৫)]

---

(৩৪) তিরমিযী উল্লেখিত ২৩২৪ নং হাদীসে একজন দুর্বল রাবী এবং একজন পরিত্যক্ত রাবী রয়েছেন যার কারণে হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল। তবে তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও গারীব। আলবানী তিরমিযীর তাহক্বীকে হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন।ইবনে মাজাহ এর ২৫৬ নং একই সনদে বর্ণিত হয়েছে। তারাবানি আল আওসাত কাছাকাছি শব্দে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আল্লামা হাইসামী তার মাজমাউজ যাওয়ায়িদ গ্রন্থে এই হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন (৭/১৬৮)। আলবানী ইবনে মাজার তাহক্বীকে যঈফ বলেছেন।

(৩৫) তিরমিযী (২২০৫); আহমাদ (৪/২৪৩)। তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গারীব। সনদ সহীহ। ইমাম আহমাদ অনুরূপ অর্থে হাদীসটি হুযায়ফা (রাঃ), ইবনে উমর (রাঃ), খাব্বাব বিন আরাও (রাঃ), আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এবং নুমান বিন বসীর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন।

আমাদের পূর্ববর্তী নেককার লোকেরা শাসকদের সাথে উঠাবসা করতে নিষেধ করতেন যদিও সেটা সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ নিষেধের নিয়্যতে হয়। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন উমর বিন আব্দুল আজিজ, ইবনে মুবারক,সুফিয়ান সাওরী এবং অন্যান্যরা।

ইবনুল মুবারক বলতেন, "আমাদের দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি শাসকদের সাথে উঠাবসা করবে সে কখনও ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ করতে পারবে না। শুধু তার পক্ষেই সম্ভব যে তাদের সংশ্রব এড়িয়ে চলে।"

এর কারণ তারা ঐ ব্যক্তির নৈতিক অবক্ষয়ের ব্যাপারে ভয় করতেন। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় লোকেরা এই ভেবে প্রতারিত হয় যে তারা তাদের নৈতিক আদর্শে বলীয়ান থেকে তাদের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যাবেন। কিন্তু তারা যখন ঐ সব ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে তখন তাদের অন্তর তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। যখন ঐ ব্যক্তির সাথে আন্তরিক ব্যবহার করা হবে তখন সে হয়তো তাদের দেখে সম্মোহিত হতে পারে এবং তাদের ভালবেসে ফেলতে পারে। এই রকম একটি ঘটনা ঘটেছিল এক শাসকের এর সাথে আব্দুল্লাহ ইবনে তাওসের যখন তার পিতা উপস্থিত ছিলেন। এ কারণে তাওস তাকে ভৎর্সনা করেন।

সুফিয়ান আস সাওরী (রঃ) একদা আব্বাদ ইবনে আব্বাদের (রঃ) কাছে চিঠি লিখলেন, "শাসকদের যে কোন কর্মে নিজেকে জড়াতে সদা সতর্ক থাকবে। তুমি কারো ব্যাপারে সুপারিশ করবে না। মজলুমকে সাহায্য করবে। যালিম কে বাঁধা দিতে তাদের নিকটবর্তী হলে প্রতারিত হতে পারো। এটি শয়তানের প্রতারণা যা দুষ্ট লোকেরা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে।যখন ধর্মীয় ব্যাপারে মতামত প্রকাশের সুযোগ আসবে তখন নিজেকে সাহায্য কর এবং এ বিষয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ো না। তাদের ব্যাপারেও সাবধান থাকবে যারা নিজেদের খ্যাতি চায়। চায় মানুষ তার অনুগত হোক এবং একদল উৎসুক শ্রবণকারী তার চারপাশে লেগে থাকুক। যখন তাদের কাছ থেকে এসব কেড়ে নেয়া হবে, তখন তুমি তাদের মাঝে এর প্রতিচ্ছবি দেখতে পাবে। ক্ষমতার ব্যাপারে অধিক সর্তক থাকবে কারণ সোনা, রুপার চেয়েও এগুলো মানুষের কাছে বেশী প্রিয়। এটি এমন এক বিষয় যা অধিকাংশ মানুষের কাছে গুপ্ত থাকে শুধু আল্লাহ যাদের প্রজ্ঞা দান করেছেন তারা ব্যতীত। নিজের আত্মাকে কলুষমুক্ত রাখ, নিয়্যতকে পরিশুদ্ধ রাখ। মনে রেখ, মানুষ এমন বিষয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছে যার জন্য মরতেও কুণ্ঠিত হবে না।" (আল হিলাইয়াতে আবু নুয়াইম ৬/৩৭৬-৩৭৭)

অনুরূপভাবে মানুষের কাছে নিজেকে জ্ঞানীরূপে উপস্থাপন করা। দুনিয়াতে নিজেকে আবিদরূপে উপস্থাপন করা অথবা অনুরূপ কোন কাজ করা যাতে করে মানুষ তার খেদমতে উপস্থিত হয়, বরকত লাভের চেষ্টা করে। তাদের জন্য দোয়ার অনুরোধ করে অথবা তার হাতে চুমো খায় এগুলো সবই ভ্রষ্টতার শামিল। এসব লোক এসব নিয়েই সুখী থাকে, এতে অভ্যস্ত হয়ে উঠে এবং এগুলোর পেছনেই মগ্ন থাকে।

আমাদের সলফে সালেহীনরা এসব কারণে যশ ও খ্যাতি প্রচণ্ড ঘৃণা করতেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আন নাখয়ী, সুফিয়ান, আহমাদ এবং অন্যান্য আলেমরা। একই অবস্থা ছিল আল ফুখাইল এবং দাউদ আত তাঈর যারা দুনিয়ার আকর্ষণকে পাশ কাটিয়ে চলতেন। তারা নিজেরাই নিজেদের সমালোচনা করতেন এবং তাদের কর্মকাণ্ডগুলো গোপন রাখার চেষ্টা করতেন।

একদা একজন লোক দাউদ আত তাঈর খেদমতে উপস্থিত হল। তিনি তার আগমনের কারণ জানতে চাইলে লোকটি বলল, আপনাকে দেখতে এলাম। নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে অনেক উত্তম কাজ করেছ। কিন্তু আমি দাউদ চিন্তা করছি আগামী দিনের কথা যখন আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমার খেদমতে মানুষের

উপস্থিত হওয়ার যোগ্যতা তোমার ছিল কি? তুমি কি দুনিয়ার চাকচিক্যের ব্যাপারে নিঃস্পৃহ ছিলে? না, আমি ছিলাম না। তুমি কি একজন ইবাদতকারী রূপে পরিগণিত হতে? না,আমি এমনও ছিলাম না। তুমি কি আল্লাহর অনুগত বান্দা ছিলে? হে আল্লাহ, আমি এও ছিলাম না। এরূপে তিনি আরও কিছু গুণের কথা বললেন এবং নিজেকে ভৎর্সনা করে বললেন, "হে দাউদ, তুমি ছোটবেলায় পাপাচারী ছিলে আর যখন তুমি বৃদ্ধ হতে শুরু করলে তখন তুমি লোক দেখানো কাজ শুরু করলে। আহ! আমি গুনাহগার বান্দার চেয়েও অধম।"

এইসব লোক যখনই কোথাও অধিক পরিচিত হয়ে উঠতেন, তখন ঐ স্থান ছেড়ে এসে পড়তেন।

লোকজন তাদের কাছে এসে দোয়ার আবেদন করাটাকেও অনেক সলফে সালেহীন ঘৃণা করতেন। এ ব্যাপারে অনুরোধ করা হলে তারা বলতেন, "আমি কে?" এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ), হুযাইফা ইবনুল ইয়ামেন (রাঃ) এবং মালিক ইবনে দিনার (রাঃ)।

ইব্রাহীম নাখয়ী দোয়ার জন্য অনুরোধকে ঘৃণা করতেন।

এক ব্যক্তি ইমাম আহমাদের কাছে দোয়ার কথা বলে চিঠি লিখেছিলেন। উত্তরে ইমাম আহমাদ বলেন,

:إذا دعونا لهذا فمــــن يدعو لنا'

"আমরা যদি তোমার জন্য দোয়া করি, তবে আমাদের জন্য কে দোয়া করবে?"

একদা এক ব্যক্তির ইবাদতের প্রতি নিমগ্নতার কথা শুনে এক শাসক তাকে দেখার ইচ্ছার পোষণ করলেন। একথা জানার পর লোকটি প্রচুর খাদ্য সমেত রাস্তায় বসে পড়ল এবং শাসকের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করল না। তখন শাসক বললেন এর মাঝে কোন কল্যাণ নেই এবং তিনি ফিরে চললেন। এসব দেখে আবিদ ব্যক্তি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন।

এ ব্যাপারটি অনেক বিশাল ও গভীর। যে ব্যক্তি মানুষের কাছে নিজেকে হেয় করে যাতে করে মানুষের কাছে নিজের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায় এবং মানুষ যেন তাকে প্রশংসা করে। এটা রিয়া প্রবেশের এক সুদক্ষ দরজা যার মাধ্যমে মানুষের সব আমল বিনষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ আমাদের এসব কাজ থেকে হেফাজত করুন।

আমিন।

দুনিয়া ও আখিরাত

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পেলাম কিভাবে সম্পদের মোহ এবং নেতৃত্বের লোভ আমাদের দ্বীনকে ধ্বংস করে দেয়। মানুষরে নিজের খেয়াল-খুশির অনুসরণের মধ্য দিয়েই দুনিয়ার প্রতি এই ধরনের লোভ জেগে উঠে। ওহ্হাব ইবনে মুনাব্বিহ বলেনঃ

قال وهب بن منبه : من اتباع الهوى الرغبة في الدنيا ، ومن الرغبة فيها حب المال والشرف، ومن حب المال والشرف استحلال المحارم.

"নিজের নফসের অনুসরণ থেকে দুনিয়ার প্রতি মোহ জেগে উঠে। দুনিয়ার মোহ থেকে জন্ম নেয় ধন-সম্পদ ও নেতৃত্বের মোহ। আর ধন-সম্পদের মোহ থেকে জন্ম দেয় হারাম কে হালাল করার মানসিকতা।"

এটি খুবই মূল্যবান একটি কথা এবং বাস্তবিকই ধন-সম্পদ নেতৃত্বের মোহ জন্ম নেয় নফসের অন্ধ অনুসরণ থেকে। আর নফসের অনুসরণের মাধ্যমে দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষা মেটানো সম্ভব হয়। কিন্তু তাকওয়া মানুষকে দুনিয়ার মোহ থেকে এবং নফসের আনুগত্য থেকে বিরত রাখে।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

فَأَمَّا مَنْ طَغَى (৩৭) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (৩৮) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى (৩৯) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (৪০) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (৪১)

"অনন্তর যে সীমালঙ্ঘন করেছে এবং দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে নিশ্চয়ই জাহান্নাম হবে তার ঠিকানা। পক্ষান্তরে যে নিজ প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোর ভয় করেছে এবং কু-প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে অবশ্যই জান্নাতই হবে তার ঠিকানা।" (আন নাযি'আত: ৩৭-৪১)

আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামীদের পরিচয় দিয়েছেন যে,তারা হবে ধন-সম্পদ এবং নেতৃত্বের মালিক। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ (২৫) وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ (২৬) يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ (২৭) مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ (২৮) هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ (২৯)

"কিন্তু যার আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে, বলবে হায়! আমাকে যদি আমার আমলনামা না দেয়া হত। এবং যদি আমার হিসাব কি তা না জানতাম। হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হতো! আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজে আসলো না। আমার ক্ষমতাও বিনাশ হয়েছে।" (আল হাক্কাহ: ২৫-২৯)

আত্মা কামনা করে উচ্চ পদমর্যাদা যা মানুষের মাঝে আত্মাভিমান ও ঈর্ষাকাতরতা তৈরী করে। আলেম মাত্রই চায় আল্লার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য যার বিনিময়ে সে পাবে অনন্ত জীবনের মর্যাদা। এ কারণে সে আল্লাহর গযব এবং ক্রোধ তৈরী করে এমন কর্ম থেকে বেঁচে থাকতে চায়। বেঁচে থাকতে চায় সেই অন্ধকার চোরাগলি থেকে যে

পথে অধঃপতনের শিকার হতে হয়। বেঁচে থাকতে চায় এমন পথ থেকে যা আল্লাহর ও বান্দার মধ্যে দূরত্ব বাড়ায়। আর এই আকাঙ্ক্ষা হল সত্যিকারের আকাঙ্ক্ষা যা প্রশংসাযোগ্য ও কল্যাণময়।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (২৬)

"সুতরাং প্রতিযোগীরা এ ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করুক।" (আল মুতাফ্‌ফিফিনঃ ২৬)

হাসান আল বসরী (রঃ) বলেন, "যদি কোন ব্যক্তিকে তোমার সাথে দুনিয়ার ব্যাপারে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে দেখ,তবে তার সাথে আখিরাতের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হও।"

উহায়ব বিন আল ওয়ারদ বলেন, "তুমি যদি নিশ্চিত হতে পার যে আল্লাহর নৈকট্য লাভে তোমার আগে কেউ যেতে পারবে না তবে তাই কর।"

মুহাম্মদ ইবনু ইউসুফ আল আসকাহানী বলেন, "যদি এমন কোন ব্যক্তির কথা শোন বা জান যে আল্লাহর অধিক অনুগত, তবে তোমার দুঃখিত হওয়া উচিত।"

অপর একজন বলেন, "কোন বান্দা যদি তোমার চেয়েও আল্লাহর অধিক অনুগত হয় তবে তোমার মনে কষ্ট পাওয়া উচিত। আর এটি দোষের কিছু নয়।"

এক ব্যক্তি মালিক ইবনে দিনারকে বলেন, "আমি স্বপ্নে এক আহ্বানকারীকে আহবান করতে দেখলাম, 'হে লোক সকল! তোমাদের সময় ফুরিয়ে আসছে।' কিন্তু আমি মুহাম্মদ বিন ওয়াসী ব্যতীত অন্য কাউকে দেখলাম না" এটা শুনে মালিক কাঁদতে লাগলেন এবং মূর্ছা গেলেন।

তাই আখিরাতের পদমর্যাদার জন্য কঠোর সাধনা করা উচিত। যে সকল পথ সেদিকে ধাবিত করে তার জন্য আগ্রহী হওয়া উচিত। তার সামর্থ্যের সর্বোচ্চ চেষ্টার মাধ্যমে তার মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু সম্পদ ও পদমর্যাদার প্রতি লোভ হতাশা, দুঃখবোধ এবং অপমান ছাড়া আর কিছু বয়ে আনে না। তাই আমাদের উচিত তা থেকে বিরত থাকা এবং নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। বান্দার ভেবে দেখা উচিত আখিরাতের পরিণাম সম্পর্কে যদি তার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব সে সঠিক ভাবে পালন না করে। তাদের নিকৃষ্ট পরিণাম এবং আযাবের ভয়ে ভীত হওয়া উচিত যারা আল্লাহর অহংকারের চাদর নিয়ে টানা হেঁচড়া শুরু করেছে এবং তাঁর সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে।

সুনান গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

وفى السنن عن النبي[صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم] قَالَ: « يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمْ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَسَ تَعْلُوهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الْخَبَالِ

"কিয়ামতের দিন অহংকারীদেরকে ক্ষুদ্র পিঁপড়ার ন্যায় মানুষের আকৃতিতে একত্র করা হবে। চতুর্দিক থেকে তাদেরকে অপমান ও লাঞ্ছনা ছেয়ে ফেলবে। তাদেরকে জাহান্নামের বূলাস নামক

একটি জেলখানার দিকে টেনে নেয়া হবে। আগুনে তাদেরকে গ্রাস করবে। দোযখীদের গলিত রক্ত ও পুঁজ তাদের পান করানো হবে।”.[৩৬]

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, ***“তাদেরকে উল্টিয়ে টেনে হেঁচড়ে নেয়া হবে।”.***[৩৭]

এক ব্যক্তি মানুষের উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্য উমর (রাঃ) এর অনুমতি চেয়েছিলেন। উমর (রাঃ) বলেন, “আমি আশঙ্কা করছি এর ফলে তোমার মনে এই ধারণা জন্মাবে যে তুমি তাদের চেয়ে উত্তম। ফলে পুনরুত্থানের দিন আল্লাহ তোমাকে তাদের পদতলে রাখবেন।”

যারা দুনিয়াতে আল্লাহর প্রতি বিনম্র থাকেন, আখিরাতে আল্লাহ তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। এটা এমন এক নিয়ামত যার প্রতি বান্দার নিয়ন্ত্রণ থাকে না; বরং তার প্রতি রয়েছে আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ এবং দান। এরা আল্লাহর ওয়াস্তে দুনিয়ার ভোগ বিলাসের প্রতি উদাসীন থাকে এবং বিনিময়ে আল্লাহ তাদের অন্তরের তাকওয়া বাড়িয়ে দেন এবং সৃষ্টির মাঝে তাদের সম্মানিত করেন। তারা তার প্রতি জ্ঞানের, ঈমানের এবং আনুগত্যের স্বাদ আস্বাদন করে। আর এই নিয়ামত শুধু সেই সকল নর নারীর জন্য অঙ্গীকার করা হয়েছে যারা ঈমান এনেছে এবং ন্যায়পরায়ণতার পথে অটল থেকেছে। এই স্বাদ রাজা বাদশাহরা, নেতা নেত্রীরা আস্বাদন করতে পারবে না। এই জন্যই ইবরাহীম ইবনে আদহাম বলেন,

كما قال إبراهيم بن أدهم[1]: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجادلونـــا عليه بالسيوف [2].

“যদি রাজা ও রাজপুত্ররা জানত আমরা কি পেয়েছি, তবে তারা তলোয়ার দিয়ে হলেও আমাদের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকত।”

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

---- وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ ---- (২৬)

“তাকওয়ার পরিচ্ছদই সর্বোত্তম পরিচ্ছদ।” (আল আরাফ: ২৬)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেনঃ

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ ---- (১০)

---

[৩৬] তিরমিযী: ২৪৩৩। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান ও সহীহ বলেন। আলবানী একে হাসান বলেছেন। হাদীসটি আহমাদ এবং বুখারী আল আদাবুল মুফরাদ এ বর্ণনা করেন।

[৩৭] এটি আয যুহদ এ বর্ণিত হয়েছে। এর সনদে রয়েছেন আতা ইবনে মুসলিম আল খাফ্‌ফাফ যে সাধারণভাবে গ্রহণীয় কিন্তু তিনি অনেক ভুল করতেন যেমনটি ইবনে হাজার আত তাকরিবে বর্ণনা করেন। আহমাদ এ বর্ণনাটিকে অনুমোদন করেননি, যেমনটি তারীখে বাগদাদ এ এসেছে।

"যদি কেউ মান মর্যাদা কামনা করে, (তার জানা উচিত) যাবতীয় মান মর্যাদা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যেই।" (আল ফাতির: ১০)

কিছু বর্ণনায় এরূপ এসেছে যে, আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ "আমি সবচেয়ে শক্তিমান এবং যে ব্যক্তি সম্মানিত হওয়ার আশা পোষণ করে তার উচিত প্রতিপালকের প্রতি অনুগত থাকা। আর যে দুনিয়া এবং আখিরাতে সম্মানিত হতে চায় তবে তার উচিত তাকওয়া-ধারী হওয়া।"

হাজ্জাজ ইবনে আরতাত বলতেন, "পদমর্যাদার প্রতি ভালবাসা আমায় ধ্বংস করে দিল।" তা শুনে সাওয়ার বলতেন,

فقال له سوَّار: لو أتقيت الله شرفت[3] .

"যদি তোমার মাঝে আল্লাহ-ভীতি থাকে তবে তুমি পদমর্যাদা প্রাপ্ত হবে।" এ ব্যাপারে একটি কবিতা রয়েছে:

"তাকওয়ার মাঝেই রয়েছে সম্মান ও উদারতা
আর দুনিয়ার ভালবাসা যেন অপমান ও অসুস্থতা
তাকওয়া-ধারী বান্দা হারানোর শোকে কাতর হয় না,
যদি তার থাকে সত্যিকারের তাকওয়া......"

সালিহ আল বাযি বলেন, "আনুগত্য হল পরিচালক। যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করবে আল্লাহ তাকে শাসকের উপর কর্তৃত্ব দান করবেন। তুমি কি দেখ না ঐ ব্যক্তিকে নিয়ে তাদের অন্তর সর্বদা ভীত থাকে? যদি সে কথা বলে তবে তারা তা মেনে নেয় এবং কোন নির্দেশ দিলে তা পালন করে।" তারপর তিনি বলেন, "যে তোমার (আল্লাহর) জন্য কষ্ট করে তখন তুমি তার প্রতি রহমত নাযিল কর। তোমার ভালবাসার কারণে অত্যাচারী তার প্রতি বিনম্র হয় এবং তাকে ভয় করে, কারণ তার পদমর্যাদা তাদের অন্তরে ভীতির উদ্রেক করে। আর এসব কিছু সম্ভব হয়েছে সে তার অন্তরে তোমার ভীতি পোষণ করে। নিশ্চয়ই সমস্ত ভাল কিছুর উৎসারণ স্থল তুমি।"

একজন সলফে সালেহীন বলেন, "তার চেয়ে আর কে বেশী ভাগ্যবান যে অনুগত হয়েছে আল্লাহর প্রতি; কারণ সমস্ত কল্যাণ নিহিত রয়েছে আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি।" নিশ্চয়ই যে আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করে নিল সে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণের অধিকারী হল।

যুন্নুন (রঃ) বলেন, "তার চেয়ে কে বেশী সম্মানিত ও ভাগ্যবান হতে পারে যে সবকিছু থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছে যিনি সার্বভৌমত্বের মালিক এবং যার হাতে সকল কিছুর চাবিকাঠি?"

মুহাম্মাদ ইবনে সুলায়মান ছিলেন বসরার গভর্নর। হাম্মাদ বিন সালামার নিকট বসলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আবু সালমাহ! যখন আমি তোমার নিকট প্রবেশ করি তখন আমি তোমার ভয়ে ভীত থাকি, এর কারণ কী?" তিনি বললেন,

دخل محمد بن سليمان أمير البصرة على حماد بن سلمة[4] فقعد بين يديه فقال له يا أبا سلمة: ما لي كلما نظرت إليك ارتعدت فرقاً منك، فقال: « إنَّ الْعَالِمَ إذَا أَرَادَ بِعِلْمِهِ وَجْهَ اللَّهِ هَابَهُ كُلُّ شَيْءٍ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُكَثِّرَ بِهِ الْكُنُوزَ هَابَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ »[5] .

“সত্যিকারের আলেম যিনি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে। সমগ্র সৃষ্টি তাকে ভয় করে। কিন্তু সে যদি ধন-সম্পদ বাড়াতে ব্যস্ত থাকে তখন সমগ্র সৃষ্টিকে সে ভয় করে।”

অপর এক ব্যক্তি বলেন, “তুমি আল্লাহকে যতটুকু ভয় কর সৃষ্টি তোমাকে ততটুকু ভয় করবে। আল্লাহকে যতটুকু ভালবাসবে সৃষ্টি তোমাকে ততটুকু ভালবাসবে। তুমি আল্লাহ তায়ালাকে নিয়ে যতটুকু আচ্ছন্ন হবে সৃষ্টিও তোমাকে নিয়ে ততটুকু আচ্ছন্ন হবে।”

একদা উমর (রাঃ) হাঁটছিলেন তখন তার পিছনে কিছু বয়স্ক মুহাজির ছিলেন। তখন তিনি তাদের দিকে তাকালেন এবং তাদের হাঁটু তাঁর ভয়ে কম্পিত অবস্থায় দেখতে পেলেন। তখন উমর (রাঃ) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন,

اللهم إنك تعلم أني أخوف لك منهم لي

“হে আল্লাহ তুমি তো জান তারা আমাকে যতটুকু ভয় করে তার চেয়ে আমি তোমাকে বেশী ভয় করি।”

আল উমারী, যিনি ছিলেন একজন জাহিদ (যে দুনিয়ার সাজসজ্জা পরিত্যাগ করে), একদা কুফার শাসনকর্তা আর রাশীদের কাছে আগমন করলেন তাকে ভৎর্সনা এবং সতর্ক করার জন্যে। যখন আর রাশীদের বাহিনী তার আগমনের সংবাদ প্রাপ্ত হলেন তখন তাদের মাঝে তার ভীতি ছাড়িয়ে পড়ল। যদি শত্রুপক্ষের এক লক্ষ সৈন্য তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত তবে তারা এত ভীত হতো না।

আল হাসানকে লোকজন এত ভয় করতো যে তাকে কেউ প্রশ্ন করার সাহস পেত না। তার কাছের ছাত্রগুলো একে অপরের সাথে মিলিত হতো এবং বলতো আপনি উনাকে প্রশ্ন করুন। কিন্তু যখন তারা তার মজলিসে যোগদান করত তাদের মুখ দিয়ে প্রশ্ন বের হতো না। এরূপ অবস্থা কখনও কখনও বছর পর্যন্ত বিরাজমান থাকত।

অনুরূপভাবে লোকজন আনাস বিন মালিককে প্রশ্ন করতে ভয় পেত। ভয়ের কারণে তার কাছে প্রশ্নের উত্তর জানতে চাওয়া হতো না। প্রশ্নকারীরা মাথা রাখত নীচু করে। এ হল তাকওয়ার মর্যাদা ও সম্মান।

বাদিল আল উকাইহিল বলেন, “যে ব্যক্তি তার অর্জিত জ্ঞান দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির কামনা করে আল্লাহ তার দিকে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেন এবং বান্দার অন্তর তার দিকে ঘুরিয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য এ কাজ করবে আল্লাহ তার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বান্দার অন্তর তার দিক হতে ঘুরিয়ে দেন।”

মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসী বলেন, “বান্দা যখন সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে যায়, তখন আল্লাহ ঐ বান্দার দিকে ঘুরে যান।”

আবু বায়েজিদ আল বোস্তামি (র) বলেন: “আমি এই পৃথিবীর সাথে তিন বার সম্পর্কচ্ছেদ করেছি এবং আমার রবের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি। আমি তার কাছে এই বলে সাহায্য চেয়েছিলাম, 'হে আমার রব ! আমি তোমার কাছে এমন রিক্ত অবস্থায় হাত তুলেছি যখন তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই।' তিনি আমার অন্তরের সত্যিকারের আকুতি জানতেন এবং জানতেন নিজের প্রতি নিজের হতাশার কথা। তারপর তিনি আমার প্রার্থনার উত্তর দিলেন এবং আমাকে আমা হতে সম্পূর্ণ বিস্মৃত করে দিলেন। সৃষ্টি থেকে পালিয়ে আসার পরও সেই সৃষ্টিকেই আমার সামনে উপস্থাপন করলেন।” এসব দেখে তিনি বলতেন:

"দুর্ভাগ্য আমার, আমি এমন একজনে পরিণত হলাম
যার আগমনে আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না।
আমি তার গোলাম বনে গেলাম।
তিনি সবকিছুকে আমার অনুগত করে দিলেন।
অন্তর হল আসল জায়গা যা কখনও পরিমাপ করা যায় না
কিন্তু নিজেকে গোপন রাখার মাঝেই কল্যাণ"

ওহাব বিন মুনাব্বিহ (রঃ) ইমাম মাকহুলকে (রঃ) লিখেছেন, "আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তুমি তোমার অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষদের মধ্যে নেতৃত্বের পদে অসীন হয়েছ। কিন্তু যা গুপ্ত রয়ে গেল তা হল তুমি তো তোমার অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চেয়েছিলে। মনে রেখ দুটির একটি অপরটিকে বাঁধা দেয়।"

কোন ব্যক্তি তার কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া, আইন কানুন সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা রাখা, ফতোয়া প্রদান করা, মানুষকে তাদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করার মাধ্যমে সম্মানজনক পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়াকে জ্ঞানের আপাত ব্যবহার বুঝানো হয়েছে। কিন্তু গুপ্ত জ্ঞান বলতে অন্তরের গুপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালার জ্ঞান, তাঁকে ভয় করা এবং ভালবাসা, তাঁর ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থাকা, তাঁকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা। তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষায় থাকা। তাঁর উপর ভরসা রাখা। তিনি যা নাযিল করেন তাতে সন্তুষ্ট থাকা। দুনিয়াতে যেসব কিছু চলে গিয়েছে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং আখিরাতের জন্য যা কিছু রয়েছে তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা।

এসব কিছুই বান্দাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সাহায্য করে। উপরোক্ত দুটি অবস্থা একে অপরের কাছ থেকে বিরত রাখে। তাই যে ব্যক্তি দুনিয়াবি সম্পদ ও পদমর্যাদার প্রতি ব্যস্ত হয়ে পড়ে, সে তাই অর্জন করে যা সে আকাঙ্ক্ষা করে। আর সে যা কিছু অর্জন করে তা সংরক্ষণের চিন্তায় সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। এসকল লোক সম্পর্কে এক ব্যক্তি যথার্থই মন্তব্য করেছিলেনঃ

"দুর্ভাগ্য এ ব্যক্তির যে তার প্রাপ্য সবকিছুই দুনিয়াতে পেয়ে গিয়েছে।"

সারি আস সাকাতি, আল জুনায়েদের জ্ঞানগর্ভ মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা, উত্তর প্রদানের দক্ষতা দেখে মুগ্ধ হতেন। একদিন জুনায়েদ তাকে একটি প্রশ্ন করেন এবং খুব চমৎকার একটি উত্তর পান-

أخشـــى أن يكـــون حظك من الله لسانك

"আমার ভয় হয় তোমার প্রাপ্য সব কিছুই এই দুনিয়াতে তোমার জিহ্বার মাঝে দিয়ে দেয়া হয়েছে।"

এই কথা শুনে জুনায়েদ অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলেন।

কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে সদা ব্যস্ত রাখে যাকে আমরা গুপ্ত জ্ঞান বলে আখ্যায়িত করেছি,তবে সে সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে অর্জনে সক্ষম হয়। এসব কিছু তাকে দুনিয়ায় পদমর্যাদার অনুসন্ধানে বাঁধা দেয়। অধিকন্তু আল্লাহ তাকে মানুষের মাঝে উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেন; যদিও সে এসব থেকে দূরে থাকতে পছন্দ করে। কারণ সে এই ভয়ে ভীত থাকে যে,এসবের ভালবাসা তাকে আল্লাহর ভালবাসা অর্জনে বাঁধা দিবে।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (৯৬)

"যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে দয়াময় তাদের জন্য সৃষ্টি করবেন ভালবাসা।" (মারইয়ামঃ ৯৬)

এর অর্থ হল আল্লাহ তার বান্দাদের অন্তরে তাঁর জন্য ভালবাসা সৃষ্টি করে দিবেন।

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

وحديث « إِنَّ اللَّه إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ إِنِّي أَحَبُ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ »[2].

"আল্লাহ তায়ালা যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন জিবরাঈল (আঃ) কে ডেকে বলেন, আল্লাহ তায়ালা অমুক বান্দাকে ভালবাসেন। এজন্য তুমিও তাকে ভালবাস। তখন জিবরাঈল (আঃ) ও তাকে ভালবাসেন। অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) আসমান-বাসীদেরকে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ তায়ালা অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, এজন্য তোমরাও তাকে ভালবাসো। তখন আসমান-বাসীরাও তাকে ভালবাসতে থাকে। তারপর পৃথিবীবাসীর অন্তরেও তাকে গ্রহণীয় ও বরণীয় করে রাখা হয়।"
(বুখারী: ৫৬১৪)

তাই যে কোন ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের মর্যাদা কামনা করলে সে দুনিয়ায় সম্মানিত হয়, যদিও ব্যক্তি কখনও এটি কামনা করেনি এবং এর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়নি। কিন্তু দুনিয়ায় মান সম্মান, মর্যাদা কামনা করলে কখনও একই সাথে দুটি লাভ করতে পারে না।

তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তি অনন্তকালের ঐ জীবনকে প্রাধান্য দানের চেষ্টা করে যেমনটি একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আবু মূসা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

عن النبي أنه قال :« من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى »[3]

"যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালবাসবে তার আখিরাত ক্ষতিগ্রস্থ হবে। যে ব্যক্তি আখিরাতের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হবে তার দুনিয়া ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তাই তোমার কাছে যা রয়েছে তার প্রতি গুরুত্ব দাও তার চেয়ে যা তোমার কাছ থেকে চলে গেছে।" এটি ইমাম আহমাদ এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন। [৩৮]

এখানেই হাফিয জয়নুদ্দীন ইবনে রজবের "দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ের......." হাদীসের ব্যাখ্যা সম্পন্ন হল। সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহ তায়ালার জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীদের উপর এবং তাঁদের সত্যিকারের অনুসারীদের উপর।

---

[৩৮] এটি ইমাম আহমাদ (৪/৪১২)। ইবনে হিব্বান (২৪৭৩: আল মাওয়ারিদে)। আল হাকিম (৪/৩০৮) এটিকে সহীহ বলেছেন এবং বাগাবী শরহুস সুন্নাহতে (১৪/২৩৯) এ উল্লেখ করেছেন।আয যাহাবী বলেছেন বর্ণনাটি মুরসাল। আমি বলি বর্ণনাটি বিচ্ছিন্ন হয়েছে আবু মূসা এবং আল মুত্তালিব ইবনে আব্দুল্লাহর মাঝে।

নির্ঘন্ট

মুআন'আন: রাবী যদি হাদীসটিকে 'আন'আন শব্দে বর্ণনা করেন যাতে তিনি তার শায়খ থেকে কিভাবে হাদীসটি শ্রবণ করেছেন সেই বিষয়টি অস্পষ্ট থেকে যায়। মুআন আন হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে ইমাম মুসলিম দুটি শর্ত আরোপ করেছেন।

১.মুআন আন রাবীর মুদাল্লিস না হওয়া।
২.মুআন আন রাবী ও তার উস্তাদের মাঝে সাক্ষাতের সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকা।

যইফ: যইফ ঐ রিওয়ায়াতকে বলা হয় যা হাসান হাদীসের শর্তাবলীর কোন একটি শর্ত বাদ পড়ার কারণে হাসান স্তরে উন্নীত হতে পারেনি।

ফিক্হ: শরীয়তের মূল উৎসকে সঠিকভাবে অনুধাবন করে বাস্তবে প্রয়োগ করার নিয়ম নীতি সম্পর্কিত জ্ঞান।

হাদীস: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতিকে সংক্ষেপে হাদীস বলে।

হাসান: হাসান হাদীস যেহেতু সহীহ ও যইফের মাঝামাঝি পর্যায়ের তাই উলামায়ে কেরাম এর সংজ্ঞা নিরূপণে মতভেদ করেছেন। যেমন ইমাম তিরমিযী বলেন, "যদি মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত রাবী সনদে না থাকে, হাদীসটি শায না হয়, একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয় সেটি আমাদের নিকট হাসান হিসেবে স্বীকৃত।" তবে ইবনে হাজার কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞাটিই গ্রহণযোগ্য যা নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণনা করা যায়:

"হাসান ঐ হাদীসকে বলা হয় যার সনদ মুত্তাসিল, রাবী ন্যায়পরায়ণ, তবে স্মৃতিশক্তিতে দুর্বলতা আছে। আর হাদীসটি শায ও মুআল্লাল হওয়ার ত্রুটি থেকে মুক্ত।"

ইবনে বা বিন: অমুকের সন্তান। ব্যক্তিকে চিহ্নিতকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

সনদ: হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে সনদ বলে। এতে হাদীস বর্ণনাকারীর নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

মুদাল্লিস: তাদলীস এর আভিধানিক অর্থ হল, ক্রেতার নিকট থেকে পণ্যের দোষ ত্রুটি গোপন করা। যদি কোন রাবী হাদীস বিশেষজ্ঞ থেকে এমন কিছু গোপন করার চেষ্টা করেন যার ফলে হাদীসের উপরে এক প্রকার আঁধার নেমে আসে। এ কারণে এ ধরণের হাদীসকে মুদাল্লাস বলা হয়ে থাকে। পরিভাষায় সনদের দোষ ত্রুটি গোপন রেখে তার সৌন্দর্য প্রকাশ তথা নির্দোষ বলে চালিয়ে দেয়াকে তাদলীস বলে। আর এ ধরনের ব্যক্তিকে মুদাল্লিস বলে।

মুনকাতি: বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে যে হাদীসের সনদ মুত্তাসিল নয়। তা সে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বিষয়টি যে কারণে হোক না কেন তাকে মুনকাতি বলা হয়। তবে মুতাআখখিরীন (শ্রেষ্ঠ তিন শতাব্দীর পরে আসা আলেমগণ) এর নিকট মুনকাতি এমন একটি পরিভাষা যা সনদ বিচ্ছিন্ন হওয়ার এ ৩টি অবস্থা ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় বিচ্ছিন্ন হবে।

যেমন-

ক) সনদের প্রথমাংশ থেকে রাবী বিলুপ্ত হওয়া
খ) অথবা সনদের শেষাংশ থেকে রাবী বিলুপ্ত হওয়া
গ) সনদের মধ্যাংশের যে কোন স্থান থেকে পর পর দুজন রাবী বিলুপ্ত হওয়া

মুরসাল: মুরসাল অর্থ ছেড়ে দেয়া, মুক্ত হওয়া। উলামায়ে কিরামের নিকট মুরসাল হাদীসের ধরণ হল, যেমন কোন তাবিঈ কর্তৃক সাহাবীর নাম না জানিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কথা, কর্ম, মৌন সম্মতি বর্ণনা করা।

মাতরুক: যখন কোন ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা ছাড়া দৈনন্দিন অন্যান্য কাজে মিথ্যার আশ্রয় নেয় বা অভিযুক্ত হয় তাকে মাতরুক বলে।

রাদিয়াল্লাহু আনহু (রাঃ): আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।
রহমতুল্লাহি আলাইহি (রঃ): আল্লাহ তার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

সলফে সালেহীন: পূর্ববর্তী ধার্মিক মুসলমানগণ, বিশেষতঃ প্রথম তিন যুগের লোকেরা সাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈনগণ।

শায়খ: মূলত আলেম অর্থে ব্যবহৃত হয়।

মুত্তাসিল: যদি সনদের প্রথম থেকে শেষ রাবী পর্যন্ত তার উস্তাদ থেকে সরাসরি হাদীস শুনে রিওয়ায়াত করেন।

শায: গ্রহণযোগ্য রাবী যদি তার চেয়েও শক্তিশালী রাবীর বিপরীত বর্ণনা করেন, এমন হাদিসকে শায বলে।

মুআল্লাল: সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার কারণে রাবী অভিযুক্ত হলে তার হাদীসকে মুআল্লাল হাদীস বলে। পারিভাষিক অর্থে মুআল্লাল ঐ হাদীসকে বলা হয় যাতে এমন ইল্লত বা অস্পষ্ট ত্রুটি বিদ্যমান থাকে যা হাদীসটি বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে অন্তরায় সৃষ্টি করে, অথচ বাহ্যত হাদীসটিকে এ ত্রুটি থেকে মুক্ত বলে মনে হয়।

সহীহ: কোন হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে হয়।
ক) হাদীসের সনদ মুত্তাসিল হতে হবে।
খ) রাবীগণ মুসলমান, বালিগ ও আকিল (বিবেকবান) হবেন এবং ফাসিক ও অসভ্য হবেন না। অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ হতে হবে।
গ) রাবীকে সংরক্ষণ শক্তি সম্পন্ন হতে হবে। চাই সেটা স্মৃতিশক্তির মাধ্যমে হোক অথবা লেখনীর মাধ্যমে হোক।
ঘ) শায না হওয়া।
ঙ) মুআল্লাল না হওয়া। অর্থাৎ দোষত্রুটি থেকে মুক্ত থাকা। উপরুক্ত শর্তগুলো পূর্ণ হলেই একটি হাদীস সহীহ হাদীসের মর্যাদায় উত্তীর্ণ হবে।

যুহদ: দুনিয়ার ভোগ লিপ্সা থেকে বেঁচে থাকা।

ফতোয়া: বিশেষজ্ঞ আলিম শরীয়তের দলীলের আলোকে যে বিধান বর্ণনা করেন তাকে 'ফতোয়া বলে। দ্বীন ও শরীয়তের বিধান জানার জন্য বিজ্ঞ আলেমের নিকট প্রশ্ন করাই ইস্তিফতা। আর তার উত্তর দেওয়া হচ্ছে ইফতা। দ্বীনী প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখিত শরয়ী ফয়সালাটি হচ্ছে ফতোয়া।